স্কটল্যান্ডের মন্ত্রীর অফিসে আজান, ইফতার, হল নামাজও

সারে-জমিন

ইউসুফ পাঠানকে দিল ২ কেজি ওজনের ছানাবড়া

রূপসী বাংলা

গাজা: যেখানে আশার রং কালো

সম্পাদকীয়

এবার কাটমানির অভিযোগ উঠল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে

সাধারণ

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

সোমবার
১ এপ্রিল, ২০২৪
১৮ চৈত্র ১৪৩০
২১ রমজান, ১৪৪৫ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

হেড-কামিন্সরা 'ফ্লপ' হওয়ায় গুজরাত হারাল হায়দরাবাদকে

খেলতে খেলতে

Vol.: 19 ■ Issue: 90 ■ Daily APONZONE ■ 1 April 2024 ■ Monday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

বিহার বোর্ডের মাধ্যমিকে সপ্তম চাষির মেয়ে ফাতেমা

আপনজন ডেস্ক: বিহার বোর্ড রবিবার ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করেছে। এবার বোর্ড ৫১ জন টপারের তালিকা প্রকাশ করেছে। এতে বিহারের গোপালগঞ্জের কৃষকের মেয়ে ফাতেমা নিসারও রয়েছে। সেমোট ৪৮২ নম্বর পেয়ে সমগ্র রাজ্যে সপ্তম স্থান অধিকার করেছে। গোপালগঞ্জের থাওয়ে ব্লকের মীর আলিপুর গ্রামের বাসিন্দা নিসার আহমেদের মেয়ে ফাতিমা ডিএভি হাইস্কুলের ছাত্রী এবং প্রথম থেকেই পড়াশোনায় ভালো। মা আমিনা খাতুন জানান, তার পাঁচ মেয়ে রয়েছে। কৃষকের মেয়ে ফাতিমার প্রতিভা দেখে স্কুলের শিক্ষকরা আগেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে সে ভালো নম্বর নিয়ে বোর্ড পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে। রবিবার যখন বোর্ড বিহারের ফলাফল প্রকাশ করে, ফাতিমা এবং তার পরিবার ফলাফলে ভীষণ খুশি হয়। তার এই সাফল্যের খবরের পর স্কুল শিক্ষক বিজয় আর্য বাড়িতে পৌঁছে ফাতিমাকে অভিনন্দন জানান। প্রিন্সিপাল অজয় আর্য বলেন, এর আগেও বোর্ড পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করে রেকর্ড গড়েছে স্কুলটি। এবার ফাতেমা গড়ল। ফাতেমা নিসার জানায়, ডাক্তার হয়ে সে দেশের দরিদ্রদের সেবা করতে চায়। বোর্ড পরীক্ষায় ভালো ফলাফলের জন্য সে তার বাবা-মা এবং শিক্ষকদের প্রকৃত কৃতিত্ব বলে অকপট জানায়।

প্রথম প্রচারে ইলেক্টরাল বন্ড ছাড়াই বিজেপিকে তুলোধনা তৃণমূল নেত্রীর

বিজেপির আসন ২০০ পেরবে না: মমতা

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: রবিবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর প্রথম প্রচার জনসভায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং বিজেপিকে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলিকে অস্ত্র করা, বাংলায় উন্নয়ন তহবিল বন্ধ করা, বিরোধী দলগুলি এবং নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন ভেঙে দেওয়া সহ সমস্ত কিছু দিয়ে আক্রমণ করেছেন। তবে তিনি নির্বাচনী বন্ড নিয়ে মুখ খোলেননি। উল্লেখ্য, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার প্রকাশিত তথ্য অনুসারে, বিজেপি ৬,০০০ কোটি টাকার বন্ডের মাধ্যমে অনুদান পেয়েছিল, তারপরে তৃণমূল কংগ্রেস, শীর্ষ আদালত ১,৫৯২ কোটি টাকার অনুদান দিয়ে বেআইনি বলে বিবেচিত দলীয় তহবিল প্রকল্পের দ্বিতীয় বৃহত্তম সুবিধাভোগী তৃণমূল কংগ্রেস। নদিয়ার ধুবুলিয়ায় কৃষ্ণনগরের প্রার্থী মহুয়া মৈত্রের পক্ষে প্রচারে গিয়ে বলেন তৃণমূল সুপ্রিমো তথা বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, সিবিআই, ইডি, এনআইএ আমাদের কর্মী ও নেতাদের পিছনে ছুটছে। কথা হচ্ছিল আমাদের এক দলের লোকের সঙ্গে। তিন দিন ধরে আয়কর বিভাগের ১৬ জন আধিকারিক তাঁর বাড়িতে ছিলেন, তার পরিবারকে শৌচাগার বা রান্নাবান্না ব্যবহার করতে দেওয়া হয়নি। বিজেপি যদি লোকসভা ভোটে জেতার ব্যাপারে এতই আত্মবিশ্বাসী হয়, তাহলে আপনারা এজেন্সি ব্যবহার করছেন কেন, কেন রাজ্য অফিসারদের বদলি করা হচ্ছে, সেই প্রশ্ন তোলেন মমতা। মমতা বিজেপিকে আসন্ন নির্বাচনে ২০০ আসন অতিক্রম করার চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন, ৪০০ আসনের স্বপ্ন দেখেন না। সমাগত ৪০ হাজার জনতার উদ্দেশে মমতা বলেন, মাত্র দু'দিন আগে প্যাটেল ভাইয়ার (এনসিপি সভাপতি প্রফুল্ল প্যাটেল) বিরুদ্ধে

সিবিআইয়ের মামলা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, কারণ তিনি এখন বিজেপিতে আছেন। বিজেপির ওয়াশিং মেশিন দাগ পরিষ্কার করেছে।

সারদা কেলেঙ্কারি ফাঁস হওয়ার পর ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের পর থেকে প্রতিটি নির্বাচনী প্রচারে তৃণমূলের পদমর্যাদা সম্পন্ন নেতাদের মধ্যে দুর্নীতি অন্যতম আলোচনার বিষয় ছিল। কিন্তু ভোটের ময়দানে এর তেমন কোনো প্রভাব পড়েনি।

তবে, কেন্দ্রীয় সংস্থার নোটিশ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী তার দলের নেতা-কর্মীদের পরামর্শ দিয়ে বলেন, তারা নোটিশ ও সমন পাঠাবে। আপনার উত্তরে বলুন যে আপনি নির্বাচন নিয়ে ব্যস্ত আছেন এবং ভোট প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পরে প্রতিক্রিয়া জানাবেন। নগদ অর্থের বিনিময়ে জিজ্ঞাসাবাদের অভিযোগে গত ডিসেম্বরে সংসদ থেকে বহিষ্কৃত মহুয়াকে এক সপ্তাহ আগে তার বাড়ি ও অফিসে তল্লাশি করা হয়েছিল এবং তাকে দিল্লিতে জিজ্ঞাসাবাদের জন্যও তলব করা হয়েছিল, যা তিনি উপেক্ষা করেছিলেন।কংগ্রেস ও সিপিএমের নেতাদের কেন জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকা হচ্ছে না, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন মমতা।

তিনি বলেন, দেশের অবস্থা ভালো নয়। আমাদের ১৫ জন ভোট ম্যানেজারকে এনআইএ গ্রেফতার করেছে। শুভেন্দুর নাম না করে মমতা প্রশ্ন তোলেন, কাঁথির গদ্দারবাবু (বিজেপির বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী) কেন আমার জেলা সভাপতিদের নোটিশ দেওয়া হচ্ছে?

তিনি বলেন, কেন্দ্রে জুমলা সরকার রয়েছে। তারা জানে না, একবার নির্বাচন ঘোষণা হয়ে গেলে এসব করা যায় না। কংগ্রেস ও সিপিএম নেতাদের কেন রেয়াত করা হচ্ছে, যদিও আমি চাই না তাঁদের কিছু হোক।ওরা অরবিন্দকে (মদ কেলেঙ্কারিতে গ্রেফতার দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী কেজরিওয়াল) জেলে আটকে রেখেছে, কিন্তু ওরা কি ওঁর কাজ বন্ধ করে দিতে পারবে?

তবে ঘটনা হল, লোকসভা ভোটের আগে কংগ্রেসের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করা হয়েছে এবং একাধিক ট্যাক্স নোটিশের মাধ্যমে গ্র্যান্ড ওল্ড পার্টির উপর প্রায় ২,০০০ কোটি টাকা জরিমানা আরোপ করা হয়েছে। সিপিআই দলকে "পুরানো প্যান কার্ড ব্যবহারের" অভিযোগে ১১ কোটি টাকা জরিমানা দিতে বলা হয়েছে। অন্যদিকে সিপিএম দিল্লি হাইকোর্টে মে ২০২৩ সাল থেকে ১৫.৫৯ কোটি টাকা জরিমানা নিয়ে আইটি বিভাগের বিরুদ্ধে আইনি লড়াই করছে। দিন চারেক আগে কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়নের মেয়ে বীণা ও তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থা এক্সালজিক সলিউশনের বিরুদ্ধে আর্থিক তছরুপের মামলা দায়ের করে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট।

শিবসেনা (ইউবিটি) থেকে মুম্বই উত্তর পশ্চিমের প্রার্থী অমল কীর্তিকর কোভিড মহামারী চলাকালীন খিচুড়ি বিতরণে অনিয়মের অভিযোগে তাঁর মনোনয়নের এক ঘন্টা পরেই ইডির কাছ থেকে সমন পেয়েছিলেন।

মহারাষ্ট্র সহ অন্যান্য অনেক রাজ্যে মতপার্থক্য সত্ত্বেও, ইন্ডিয়া জোটের অংশীদাররা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে একসাথে আটকে রয়েছে।

রবিবারই দিল্লির রামলীলা ময়দানে এক নির্বাচনী জনসভায় বক্তব্য রাখেন ইন্ডিয়া জোটের সদস্যরা। মমতা জনসভা এড়িয়ে গেলেও দু'জন প্রতিনিধি পাঠান।

নদিয়ায় ভাষণের শুরুতেই মমতা বলেন, বাংলার ভোটারদের কেন তার দল তৃণমূল কংগ্রেসকে ভোট দেওয়া উচিত, কেন বিজেপি, সিপিএম বা কংগ্রেসকে নয়, তার কারণগুলি তিনি তুলে ধরতে চান। মমতা বলেন আমি ইন্ডিয়া-র শুরু করেছিলাম। নাম দিলাম।

নির্বাচনের পর দেখব। সিপিএম বা কংগ্রেসকে ভোট দেওয়া মানে বিজেপিকে ভোট দেওয়া। তিনি বলেন, বাংলায় কোনও জোট নেই। এটা একটা ষড়যন্ত্র মাত্র। আমরা বাংলায় একা বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করব এবং তাদের পরাজিত করব।

কংগ্রেস এবং সিপিএম এখনও আসন সমঝোতা চূড়ান্ত করতে পারেনি এবং অন্যান্য বাম দলগুলি, বিশেষত ফরওয়ার্ড ব্লকের সাথে সমস্যা রয়েছে। এমনকি ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনী জোটের শরিক ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্টও সিপিএমের সঙ্গে একমত নয়।

এ প্রসঙ্গে মমতা বলেন, কংগ্রেস, সিপিএম এবং মুসলিমদের আরেকটি দল মতুয়া ও মুসলিম ভোট ভাগ করে বিজেপিকে সাহায্য করছে। তারা হিন্দুদের বিভক্ত রাখতে চায়।

মমতা ভোটারদের কাছে তৃণমূলকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান যাতে তারা কেন্দ্রের অনুদানপ্রাপ্ত কল্যাণমূলক প্রকল্পগুলির সুবিধা পেতে পারেন। এ নিয়ে মমতা বরেন, তৃণমূল ক্ষমতায় থাকলে কন্যাশ্রী, স্বাস্থ্যসাথী এবং অন্যান্য প্রকল্প চলবে। ওরা (কেন্দ্রের সরকার) বাংলার সব টাকা বন্ধ করে দিয়েছে। গত লোকসভা ভোটে ওরা মিথ্যা কথা বলে ১৮টি আসন জিতেছিল, কিন্তু বাংলার জন্য কিছুই করেনি। মহুয়ার মৈত্রর হাত উপরে তুলে ধরে ভোটারদের উদ্দেশে মমতা বলেন, তাকে সংসদে ফেরানো হোক।

মমতা বলেন, তাকে বহিষ্কার করা হয়েছিল কারণ সে তাদের পিছনে লেগেছিল। আপনি অবশ্যই তাকে লোকসভায় নির্বাচিত করুন কারণ তিনি তাদের উপযুক্ত জবাব দেবেন এবং তাদের মুখোশ উন্মোচন করবেন। মনে রাখতে হবে, তৃণমূলই একমাত্র নায়ক, একমাত্র দল যে প্রতিশ্রুতি রক্ষার নিশ্চয়তা দেয়। মতুয়া সম্প্রদায়কে আশ্বস্ত করে তিনি বলেন, সিএএ লাগু হলে কেউ নাগরিকত্ব হারাবেন না।

জলপাইগুড়ির বিস্তীর্ণ এলাকা ঝড়ে বিধ্বস্ত, নিহত ৪, আহত ৫২

আপনজন ডেস্ক: রবিবার রাতেই ঝড়ে বিধ্বস্ত জলপাইগুড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার সকাল থেকে ওই এলাকার বিধ্বস্তদের ত্রাণ বন্টনে তদারকি করবেন নিজে। রবিবার দুপুরে ১৫ মিনিটের ঝড়ে লন্ডভন্ড হয়ে গেল জলপাইগুড়ির বিস্তীর্ণ এলাকা। মৃত্যু হয়েছে ৪ জনের। আহত হয়েছে ৫২ জনেরও বেশি। মৃতের সংখ্যা আরো বাড়তে পারে। মৃতদের মধ্যে দুজনের পরিচয় পাওয়া গিয়েছে। বাকি দুজনের পরিচয় এখনো জানা যায়নি।ঝড়ের এই তান্ডবে জলপাইগুড়ি বাসিকে সমবেদনা জানিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার সন্ধ্যায় সোশ্যাল মাধ্যমে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী দুঃখ প্রকাশ করে লিখেছিলেন জলপাইগুড়ি ময়নাগুড়ি এলাকায় প্রাণহানি আহত হওয়া এবং বাড়ি ভেঙে পড়া ও গাছ সহ একাধিক বিদ্যুতের খুঁটি উপড়ে পড়ার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী জেলা এবং ব্লকের প্রশাসনিক মহলসহ ডিএমজি এবং কুইক রেসপন্স টিম ও পুলিশ বিভাগকে আপৎকালীন পরিস্থিতিতে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। জেলার প্রশাসনিক দফতরকে মৃতদের পরিবার এবং আহতদের পরিবারগুলিকে সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী সমস্ত রকম আর্থিক সাহায্য করার নির্দেশ পাঠিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী তার বার্তায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার গুলির পাশে দাঁড়ানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং জেলার প্রশাসনিক কর্তাদের অবিলম্বে এই প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার গুলির পাশে দাঁড়ানোর নির্দেশ দিয়েছেন।ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ি শহরের ৩ নম্বর ওয়ার্ড এলাকায়। সেখানে বহু গাছ উপড়ে পড়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে অসংখ্য বাড়ি।

জেলাজুড়ে অনেক জায়গাতেই কম-বেশি ঝড়ের তাণ্ডব চললেও সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে জলপাইগুড়ি শহর ও ময়নাগুড়ির বার্নিশ এলাকায়।জানা গেছে, মৃতের নাম দ্বিজেন্দ্র নারায়ণ সরকার। তিনি মেখলিগঞ্জের বাসিন্দা।

জানা গিয়েছে, যে সময় ঝড় হচ্ছিল সেই সময় গাছের নিচে আশ্রয় নিয়েছিলেন তিনি। এরপরই গাছের ডাল ভেঙে পড়ে তাঁর মাথার উপর। আর সেই ডাল চাপা মারা যান তিনি।

রবিবার জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের পাশাপাশি ময়নাগুড়িতেও ঝড় ও শিলা বৃষ্টি হয়েছে। প্রায় ৫০০ গ্রাম ওজনের শিল পড়েছে বলে খবর। বহু বাড়ি ঘর ভেঙে পড়েছে ঝড়ের দাপটে। আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন মানুষ।

গণতন্ত্র বাঁচানোর ডাক ইন্ডিয়া জোটের

আপনজন ডেস্ক: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির শাসনকে 'স্বৈরতন্ত্র' আখ্যা দিয়ে লোকসভা ভোটে তাঁর বিচারধারাকে হারানোর হাঁক দিলেন 'ইন্ডিয়া' জোটের নেতারা।

লোকসভা ভোট শুরুর ঠিক ১৯ দিন আগে রবিবার রাজধানী নয়াদিল্লির রামলীলা ময়দানে আয়োজিত বিশাল জনসভায় তাঁরা বললেন, দেশ এক কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি। সব গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানকে হাতিয়ার করে দেশকে বিরোধী দলশূন্য করার খেলায় মেতেছে মোদির নেতৃত্বাধীন বিজেপি। একজোট হয়ে এর মোকাবিলা করাই এখন সময়ের দাবি। না হলে দেশ রসাতলে যাবে।

জনসভায় কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি বলেন, এটা নিছক ভোট দেওয়ার নির্বাচন নয়, এটা গণতন্ত্র বাঁচানোর নির্বাচন। ক্রিকেটের পরিভাষা ব্যবহার করে তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী মোদি ইডি, আয়কর, সিবিআইয়ের সাহায্যে ম্যাচ পাতাতে চাইছেন। ভোট শুরুর আগেই মুখ্যমন্ত্রীদের জেলে পুরছেন। কংগ্রেসের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করেছে। তিনি বিরোধীদের চান না। ভেবেচিন্তে ভোট না দিলে ম্যাচ গড়াপেটার নায়ক কিন্তু জিতে যাবে।

ভোটে কারচুপির সন্দেহ প্রকাশ অবশ্য আরজেডির নেতা তেজস্বী যাদবও করেছেন। তার কথায়, যেভাবে ওরা ৪০০ পারের কথা বলতে শুরু করেছে, তাতে ইভিএমে কারচুপি করবে বলে সন্দেহ হচ্ছে। তিনি বলেন, 'আমার পরিবারের এমন একজনও নেই, যার বিরুদ্ধে কোনো মামলা ওরা করেনি। আমরা কিন্তু ভয় পাই না।' মোদির গ্যারান্টিকে তিনি চিনা পণ্যের সঙ্গে তুলনা করে বলেন, দুই দিনেই খারাপ হয়ে যাওয়ার মতো। একটা গ্যারান্টিও তিনি আজ পর্যন্ত রাখতে পারেননি।

এই জনসভায় কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন রাহুল, প্রিয়াঙ্কা গান্ধী, জয়রাম রমেশ ও দিল্লির শীর্ষ নেতারা। কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধিও জনসভায় উপস্থিত হন। তিনি মঞ্চে বসেন অরবিন্দ কেজরিওয়ালের স্ত্রী সুনীতা কেজরিওয়ালের পাশে। সবার ভাষণ শেষ হলে প্রিয়াঙ্কা সবাইকে মনে করিয়ে দেন, রাবণের কাছে সব ছিল। রাজত্ব, অর্থ, লোকবল, শক্তি–সব। রামচন্দ্রের কাছে ছিল শুধু সত্য, সাহস ও ধৈর্য। লড়াইয়ে রামচন্দ্রেরই জয় হয়েছিল। রাবণের মতো মোদির অহংকারও চুরচুর হয়ে ভেঙে পড়বে। এটাই রামলীলা ময়দানের বার্তা।

জোট না হলে মালদা দক্ষিণে প্রার্থী দেবে আইএসএফ: নওশাদ

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: জোট না হলে আইএসএফ দক্ষিণ মালদা লোকসভা কেন্দ্রে নিজেদের দলের প্রার্থী ঘোষণা করবে। মালদায় কর্মী সভায় এসে এমন কথাই জানালেন,আইএসএফ নেতা নওশাদ সিদ্দিকী। জোট প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ধৈর্য্যেরও একটা সীমা থাকা উচিত। রবিবার কালিয়াচকের নজরুল ভবনে আইএসএফ এর পক্ষ থেকে একটি কর্মী সভার আয়োজন করা হয়েছিল। সেই সভাতেই নওশাদ সিদ্দিকী ছাড়াও ছিলেন অন্যান্য নেতৃত্ব। এদিনের কর্মী সভায় উপস্থিতির সংখ্যা ছিল যথেষ্ট। সভা শেষে নওশাদ বললেন, দক্ষিণ মালদার দলীয় কর্মীদের নিয়ে একটি কর্মিসভা করা হল। আমরা এবারের ভোটে দক্ষিণ মালদায় প্রার্থী দেব বলে মনস্থির করেছি। তবে এখনও জোটের আলোচনা চলছে। জোট হলে আমাদের কর্মীরা জোট প্রার্থীর সমর্থনে লড়াই করে এখানে বিজেপি-তৃণমূলকে পরাস্ত করতে প্রস্তুতি নেবে। অন্যথায় আমাদের কর্মী-সমর্থকরা আমাদের প্রার্থীকে পার্লামেন্টে পাঠাতে নির্বাচনী প্রচারে নামবেন। আমরা চাই এমন একজন পার্লামেন্টে যাক যে গঙ্গা ভাঙন থেকে শুরু করে শিক্ষা, স্বাস্থ্য কর্মসংস্থানের কথা সংসদে তুলে ধরবে।

নওশাদ আরও বলেন, প্রকৃত অর্থেই সে জনগণের জনপ্রতিনিধি হবে। আজ আমরা তারই প্রস্তুতি নিলাম। এখনও জোটের আলোচনা চলছে। আমরা আর দু'একদিন অপেক্ষা করব। কারণ, অপেক্ষারও একটা সীমা থাকে। বিজেপি, তৃণমূল ও কংগ্রেস ইতিমধ্যে প্রচার শুরু করে দিয়েছে। আমরা ক্রমশ পিছিয়ে যাচ্ছি।আর দু'একদিন অপেক্ষা করব। জোট হলে ভালো,না হলে আমরা নিজেদের প্রার্থী ঘোষণা করে দেব।

আইএসএফ নেতা আরও বলেন, আমরা ইতিমধ্যে রাজ্যের আটটি আসনে নিজেদের প্রার্থী দিয়েছি। জোটের স্বার্থে আমরা ওই আটটিতেই সীমাবদ্ধ থাকতে চাইছি। যদি জোটের বড় দু'টো দল আমাদের সাইড লাইন কিংবা কর্নার করার চেষ্টা করে, মাত্র তিন চারটি আসন আমাদের জন্য ছাড়ে, তবে আমাদের আসন সংখ্যা আটের জায়গায় ষোলো বা তার বেশি হতে পারে। এখানে বিভাজনের রাজনীতি করার প্রবণতা বাড়ছে। বিজেপি ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করছে। আর অ-বিজেপি দলগুলি বিজেপির ধর্মের রাজনীতিকে সামনে রেখে ভোট চাইছে। এই রাজনীতি আমরা করতে দেব না। এরপর তিনি জানান, মানুষের রুজিরুটির কথা হোক। পেটে খিদে রেখে ধর্ম হয় না। সেই খিদে আগে নেভাতে হবে। ধর্ম তার নিজের জায়গায় থাকুক। আমাদের লড়াই শুধু বিজেপির বিরুদ্ধে নয়, বিজেপিকে যারা এই রাজ্যে নিয়ে এসেছে সেই তৃণমূলের বিরুদ্ধেও। এই দুই দলকেই হারাতে হবে। জোট ঘোষণা হলে প্রার্থীকে জেতাতে ময়দানে নেমে পড়বেন সকলে। নইলে নিজেদের ক্ষমতায় নিজেদের প্রার্থীর সমর্থনে লড়াই হবে। এখন দেখার আইএসএফ নেতা নওশাদ সিদ্দিকীর এমন বার্তায় জোটের সমস্যা কেটে কোনও সমাধান সূত্র বের হয় কিনা!

স্বপ্ন পূরণের সেরা প্রতিষ্ঠান

নাবাবীয়া মিশন

NABABIA MISSION
(An Educational Welfare Trust)

মাইনান, খানাকুল, হুগলী, পিন - ৭১২ ৪০৬

আর্থিক সাহায্যের আবেদন
Pray for Economical Support

আধুনিক সভ্যতার পিছিয়েপড়া জাতির প্রতিনিধি হিসাবে মুসলিম সমাজকে অতি সত্বর, সভ্যতার উন্নততম স্তরে পৌঁছানোর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় মেধাবী, উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত, দুঃস্থ, এতিম, সর্বধরনের ছাত্র-ছাত্রীদের সার্বিক শিক্ষার উন্নতির প্রচেষ্টায় মোদীয় এই ক্ষুদ্র আবাসিক প্রতিষ্ঠান 'নাবাবীয়া মিশন'। এই ধরনের বেসরকারী প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করতে, সর্বোপরি শিক্ষাগ্রহী দুঃস্থ, এতিম ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনা করতে বিশাল অঙ্কের অর্থের প্রয়োজন। অনুরূপে মিশনের ভবিষ্য চলার দুর্গম পথকে সুগম করতে আপনাদের মতো সহৃদয় সমাজকর্মীদের আর্থিক ও সার্বিক সাহায্যের প্রশস্ত হাতের অপেক্ষায় রইলাম মোরা।

আপনাদের অতি মূল্যবান আর্থিক সাহায্য 'নাবাবীয়া মিশনে'র দুঃস্থ মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের তহবিলে পাঠাইয়া চির বাধিত করিবেন। আর্থিক দান চেক, ড্রাফট বা নগদে পাঠাতে পারেন মিশনের নামে (নাবাবীয়া মিশন)। নগদ অর্থ পাঠাতে নিম্নলিখিত অ্যাকাউন্ট নম্বর ও ব্যাঙ্ক ডিটেলস পরিলক্ষ্য করুন।

আপনার অনুদান 80G ধারায় করমুক্ত

NABABIA MISSION
HDFC BANK LTD.
Arambagh Branch
A/c No.: 99999564786786
IFSC : HDFC0001062

বিনীত
সেখ সাহিদ আকবার
সাধারণ সম্পাদক
নাবাবীয়া মিশন

প্রথম নজর

‘ইন্ডিয়া মানুষ পার্টি’ গড়লেন হরিশ্চন্দ্রপুরের মানোয়ারা

নাজিম আক্তার ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: দীর্ঘ দুই বছর ধরে কঠোর পরিশ্রমের পর ‘ইন্ডিয়া মানুষ পার্টি’ নামে এক নতুন রাজনৈতিক দল আত্মপ্রকাশ করে চমক দিলেন মালদহ জেলার হরিশ্চন্দ্রপুরের বাসিন্দা আল মানোয়ারা বেগম (৪৮)।১৩ মার্চ নতুন দিল্লি নির্বাচন সদন ইলেকশন কমিশন ওফ্ ইন্ডিয়া’র কাছ থেকে চিঠি হাতে পেয়েছে সে বলে জানান।এখন সে এই দলের রাষ্ট্রীয় প্রেসিডেন্ট।২০০৬ সালে সমাজবাদী পার্টির জেলা সভাপতি আতাউর রহমান হরিশ্চন্দ্রপুর বিধানসভায় কোনো প্রার্থী খুঁজে না পাওয়ায় মানোয়ারা বেগমকে টিকিট নেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন।সেই থেকে সমাজবাদী পার্টিতে তাঁর যাত্রা শুরু।এরপর দল তাকে আর টিকিট না দেওয়ায় ২০০৯ ও ২০১৯ সালে উত্তর মালদহ লোকসভা কেন্দ্রে নির্দল প্রার্থী ও ২০১১ সালে হরিশ্চন্দ্রপুর বিধানসভায় নির্দল প্রার্থী হয়ে লড়াই করেন।মানোয়ারা বলে,দীর্ঘ ১৮ বছর ধরে এই সমাজবাদী পার্টির প্রতিষ্ঠাতা মুলায়ম সিংহ যাদব এর পরিবারের সঙ্গে আমি জড়িয়ে ছিলাম। দলের কাজে দীর্ঘ ১০ বছর ধরে লখনৌ তে থেকেছি। রাজ্য ও রাষ্ট্রীয় সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছি।

সিপিএম ও তৃণমূল প্রার্থীর কুশল বিনিময়

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হরিহরপাড়া

আপনজন: ভোটের প্রচারে ব্যস্ততা তুঙ্গে। দল নির্বিশেষে কর্মী সমর্থক থেকে প্রার্থী সকলেই লোকসভা ভোটের প্রচারে নেমে পড়েছেন। মুর্শিদাবাদ লোকসভার বাম কংগ্রেস জোট সিপিআইএমের প্রার্থী মহম্মদ সেলিম হরিহরপাড়ার চোঁয়া বাজারে পায়ে হেঁটে ভোট প্রচারের সময় মুখোমুখি দেখা একই কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী আবু তাহের খানের সাথে। এদিন তারা দুজনেই হাতে হাত রেখে পরস্পরের কুশল বিনিময় করেন। সেলিম বলেন আমাকে যদি কেউ হাত বাড়িয়ে দেয় আমি তাহলে বুক বাড়িয়ে দেব।

সেতু নির্মাণের দাবিতে শতাব্দীর গাড়ি ঘিরে বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের

মোহাম্মাদ সানাউল্লা ● লোহাপুর

আপনজন: প্রার্থীকে কাছে পেয়ে রাস্তায় গাড়ি আটকে বিক্ষোভ জানালো গ্রামবাসীরা। রবিবার বিকেলে নলহাটি ২ নম্বর ব্লকের শীতলগ্রাম অঞ্চলের টিঠিডাঙ্গা গ্রামে জনসংযোগ করতে যাচ্ছিলেন শতাব্দী রায়। সেই সময় এলাকায় পেয়ে তিলডাঙ্গা গ্রামের বাসিন্দারা শতাব্দী রায়ের গাড়ি ঘিরে বেশ কিছুক্ষণ বিক্ষোভ দেখান। তিনবারের সাংসদ শতাব্দী রায় শেষ পর্যন্ত গাড়ি থেকে নেমে গ্রামবাসীদের ক্ষোভের কথা শুনলেন। সেই সঙ্গে গ্রামবাসীদের যে সেতুর দাবি। সেই জায়গাটি সরজমিনে দেখে তাদের অসুবিধার কথা জেনে আশ্বস্থ করলেন। আমার যে সীমিত ক্ষমতা তার মধ্যে সবটা করা সম্ভব নয়। তবুও এটি আমার নজরে রাখবো। কারণ জেলা পরিষদ বা কেন্দ্রের যে অন্যান্য বিভাগ আছে সেখান থেকে না করে দিলে আমি এটা করতে পারি না। এই কালভাট টা খুবই জরুরী।গ্রামবাসীদের দাবি, এই কালভার্টটা করে দিলে তিলডাঙ্গা গ্রাম সহ প্রতিবেশী গ্রামগুলিরও যোগাযোগ সুবিধা হবে। দীর্ঘ দিন ধরে প্রশাসনিক বিভাগে কালভার্টের দাবি জানালেও কোনও সুরাহা মেলেনি। যার ফলে বর্ষা কালে কালভার্টটি জলে ডুবে স্বাভাবিক যোগাযোগ বিছিন্ন হয়ে পড়ে। ছেলে মেয়েদের স্কুল, টিউশনি, রোগীদের জরুরী কালীন হাসপতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য বিকল্প উপায় থাকে না। তাদের দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ না হওয়ায় শতাব্দী রায়ের কাছে ক্ষোভ প্রকাশ করেন গ্রামবাসীরা। শতাব্দী রায় তাদের ক্ষোভে সহমত পোষণও করেন। তিনি বলেন, কালভার্টটি করে দিতে পারলে খুশি হতাম। তবে ভোটের সময় কোন প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি না। তবে ভোটে জেতার পরে অবশ্যই দেখব।

সেলিমের হেঁটে ভোট প্রচার হরিহরপাড়ায়

রাকিবুল ইসলাম ● হরিহরপাড়া

আপনজন: মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রের জোট প্রার্থী মহম্মদ সেলিম জোর কদমে পায়ে ভোট প্রচারে নামলেন হরিহরপাড়ায়। রবিবার সকালে মুর্শিদাবাদ লোকসভার বাম কংগ্রেস জোট প্রার্থী মহম্মদ সেলিমের সমর্থনে কংগ্রেস ও সিপিআইএম সমর্থকরা ভোট প্রচারে নামলেন। হরিহরপাড়ার চোঁয়া ট্যাংরামারী থেকে গজনীপুর পর্যন্ত প্রায় ৮ কিলোমিটার রাস্তা পায়ে হেঁটে ভোটের প্রচার করা হয়। এদিন সেলিম পথচলতি সাধরাণ মানুষের সঙ্গে হাত মেলান। সঙ্গে ছিলেন কংগ্রেস নেতৃত্ব ও কর্মীরা। এই প্রচার ঘিরে কংগ্রেস ও সিপিআইএম কর্মীদের উচ্ছাস ছিল চোখে পড়ার মত। এদিন কংগ্রেস নেতা মোশারফ হোসেন বলেন মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া আমরা পাচ্ছি । ভোটে মহম্মদ সেলিমের জয় শুধু সময়ের অপেক্ষা। এদিনের এই ভোট প্রচারে কর্মীদের উচ্ছ্বাস দেখে খুশি জোট প্রার্থী মহম্মদ সেলিম। এদিন উপস্থিত ছিলেন মুর্শিদাবাদ লোকসভার জোট প্রার্থী মহম্মদ সেলিম, জেলা সিপিআইএম সম্পাদক জামির মোল্লা, হরিহরপাড়া এরিয়া কমিটির সম্পাদক ইনসার আলী বিশ্বাস, ডি ওয়াই এফ আই রাজ্য কমিটির সদস্য সঞ্জয় ঘোষ, ব্লক এসএফআই ছাত্রনেতা রানা মন্ডল, জেলা কংগ্রেস নেতা মোশারফ হোসেন, হরিহরপাড়া পঞ্চায়েত সমিতির কংগ্রেসের সদস্য বিজয় শেখ সহ ব্লক ও অঞ্চল সিপিআইএম ও কংগ্রেস কর্মীরা।

ইউসুফ পাঠানের হাতে দেওয়া হল ২ কেজি ওজনের ছানাবড়া

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কান্দি

আপনজন: মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি এলাকায় রবিবার নির্বাচনী প্রচারে যান তৃণমূল প্রার্থী ইউসুফ পাঠান। তার হাতে ২ কেজি ২০০ গ্রাম ওজনের একটি ছানাবড়া তুলে দেওয়া হয়। মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দী থানার অন্তর্গত কান্দী এলাকায় বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী ইউসুফ পাঠান নির্বাচনী প্রচারে গেলে ইউসুফ পাঠানকে দেখবার জন্য এলাকার তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী সমর্থকদের পাশাপাশি বহু সাধারণ মানুষ ভিড় জমিয়েছিলেন। বিশ্বকাপজয়ী ক্রিকেটার ইউসুফ পাঠানকে কান্দি এলাকার তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীর সমর্থকেরা বরণ করে নিলেন পুষ্প বৃষ্টির মাধ্যমে। উপস্থিত ছিলেন কান্দির বিধায়ক অপূর্ব সরকার। এদিকে রবিবাসরীয় নির্বাচনী প্রচারে মুর্শিদাবাদের কান্দিতে হাজির হয়েছেন বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী ইউসুফ পাঠান। এদিন কান্দি বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকা থেকে পায়ে হেঁটে নির্বাচনী প্রচার শুরু করেন তিনি। সঙ্গে ছিলেন মুর্শিদাবাদ জেলা তৃণমূল সভাপতি অপূর্ব সরকার ছাড়াও দলের সক্রিয় কর্মী ও সমর্থকরা। যদিও তার এই প্রচারে তিনি জনসাধারণের কাছে ভোট প্রার্থনা করার কতটা সুযোগ পাচ্ছেন সে বিষয়ে যথেষ্টই সন্দেহ রয়েছে। কারণ ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন সেনা নায়ককে সামনে পেয়ে অটোগ্রাফ নিতেই হুড়োহুড়ি পড়ে যাচ্ছে জনসাধারণের মধ্যে। সেই তাল সামলাতেই রীতিমতো হিমসিম খেতে হচ্ছে বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী ইউসুফ পাঠানকে। অন্যদিকে,রবিবাসরীয় নির্বাচনী প্রচারে মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রে সকাল সকাল বেরিয়ে পড়েছিলেন ওই কেন্দ্রের জোট প্রার্থী তথা রাজ্য বামফ্রন্ট সভাপতি মহম্মদ সেলিম। রবিবার সকালে হরিহরপাড়া বিধানসভার ট্যাঙরামারি এলাকা থেকে দলীয় কর্মীদের সাথে নিয়ে প্রচার শুরু করেন তিনি। এরপর হরিহরপাড়ার গজনীপুর হয়ে নদীয়ার করিমপুরের উদ্দেশ্যে রওনা দেন তিনি। বলা বাহুল্য- নির্বাচনী প্রচার অভিযানে নেমে দলীয় কর্মীদের নিয়ে শুধু মিছিলই নয়, মিছিলে সামিল থেকে এলাকাবাসীদের সাথে দফায় দফায় কথা বলতেও দেখা যায় তাকে। উল্লেখ্য, আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এই দফায় প্রচার পর্বের প্রথম দিন থেকে মুর্শিদাবাদেই রয়েছেন বামফ্রন্টের রাজ্য সভাপতি তথা মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রের বামফ্রন্ট মনোনীত কংগ্রেস সমর্থিত সি পি আই এম প্রার্থী মহম্মদ সেলিম।

সামশেরগঞ্জে কংগ্রেস প্রার্থীর সমর্থনে মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদক ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: দক্ষিণ মালদা লোকসভা কেন্দ্রে কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী ঈসা খাঁন চৌধুরীর সমর্থনে মুর্শিদাবাদের সামসেরগঞ্জের কাকুড়িয়ায় মিছিল ও সভা করল সিপিআইএম। রবিবার কাকুড়িয়া মোড় সংলগ্ন এলাকায় সভা করার পাশাপাশি হাত চিহ্নে ভোট দেওয়ার আহবান জানিয়ে একটি মিছিল করে সিপিআইএম নেতৃত্ব। মিছিলটি কাকুরিয়া সংলগ্ন এলাকা পরিক্রমা করে। মিছিলে পা মেলান সিপিআইএমের মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য সোমনাথ সিংহ রায়, প্রাক্তন বিধায়ক তোয়াব আলী, সিপিআইএমের ধুলিয়ান এরিয়া কমিটির সম্পাদক মোদাসসার হোসেন, রোবজুল ইসলাম, আজাদ আলী সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। দক্ষিণ মালদা লোকসভা কেন্দ্রে বাম এবং কংগ্রেস জোটপ্রার্থী ঈসা খান চৌধুরীকে বিপুল ভোটে জেতানোর আহ্বান জানান বাম নেতারা।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

হাড়োয়ায় ইফতারে সম্প্রীতির বার্তা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাড়োয়া

আপনজন: উত্তর ২৪ পরগনার হাড়োয়া বিধানসভা এলাকার কীর্ত্তিপুর দুই অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে রবিবার অনুষ্ঠিত হল এক ইফতার মাহফিল। উপস্থিত ছিলেন বারাসাত -২ নং ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি শম্ভুনাথ ঘোষ, স্থানীয় জেলা পরিষদ সদস্য ও বন ও ভূমি স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ পীরজাদা একেএম ফারহাদ, অনুষ্ঠানের মূল উদ্যোক্তা তথা পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ শাহাবুদ্দিন আলী, পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ মানস কুমার ঘোষ, আসের আলী মল্লিক, সদস্য রবিউল হোসেন, সমাজকর্মী তপন মুখার্জি,স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মোঃ শহিদুল ইসলাম, উপপ্রধান রমা মন্ডল, সদস্য আসাদ মোল্লা, দিপু মন্ডল প্রমুখ।

নিউ হরাইজন একাডেমীর ইফতার মজলিশে সংযম-ত্যাগ-তিতিক্ষার বার্তা

এম মেহেদী সানি ● দেগঙ্গা

আপনজন: রমজান মাসের গুরুত্ব এবং তাৎপর্য তুলে ধরে দাওয়াত-ই-ইফতার মজলিশ অনুষ্ঠিত হল উত্তর ২৪ পরগনা জেলার দেগঙ্গার রাইকোলায় অবস্থিত নিউ হরাইজন একাডেমীতে। শনিবার ওই প্রতিষ্ঠানের কয়েকশো আবাসিক ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে ইফতার মজলিশে শামিল হন একাধিক বিশিষ্ট জনেরা। ইফতারের প্রাক মুহূর্তে শান্তি সম্প্রীতির বার্তা দিয়ে রমজানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরেন উপস্থিত বিশিষ্টজনেরা। নিউ হরাইজন একাডেমীর ক্ষুদে শিক্ষার্থী জসীমউদ্দীনের কণ্ঠে কোরআন তেলাওয়াতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। নিউ হরাইজন একাডেমীর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক নিজাম উদ্দিন হোসাইনি, সুপারিনটেনডেন্ট রাকিব ইসলামরা জানান আমাদের শিক্ষার্থীদের পবিত্র রমজানে রোজার গুরুত্ব এবং তাৎপর্য তুলে ধরার পাশাপাশি সংযম ত্যাগ তিতিক্ষার বার্তা দিতেই এই ইফতার মজলিশের আয়োজন। নবীদের সংগ্রামী জীবন কাহিনী তুলে ধরে ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট শিক্ষক আবেদীন হক আদী। রবের প্রতি বিশ্বাস রেখে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের নিরল প্রচেষ্টার পরামর্শ দেন আবেদীন হক। রমজান মাসে তাৎপর্য তুলে ধরার পাশাপাশি এ দিন সম্প্রীতির বার্তা দেন সিরাত সম্পাদক বিশিষ্ট শিক্ষক আবু সিদ্দিক খান। ইফতার মজলিসে এসে সংখ্যালঘু যুব ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক কামরুজ্জামান সাহেব বলেন আমাদের সকলের উদ্দেশ্য এবং প্রচেষ্টা একটাই, আমরা যেন নব প্রজন্মকে মানুষ করে তুলতে পারি। শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে তিনি মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনার পাশাপাশি সফল হওয়ার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার কথা বলেন। ইফতার মজলিশে উপস্থিত হয়ে অধ্যাপক আতাউল্লা গাজী রমজানের ফজিলত তুলে ধরে রমজান মাসের বিশেষ ঘটনার সমূহের কথা তুলে ধরেন। উপস্থিত ছিলেন হাশিমিয়া ইন্টারন্যাশনাল একাডেমির সুপারিনটেনডেন্ট মোবাস্বির হোসেন সহ অন্যান্যরা। জানা গিয়েছে ২০২০ সালে প্রতিষ্ঠিত নিউ হরাইজন একাডেমি ২৫০ জন শিক্ষার্থী নিয়ে এগিয়ে চলেছে। আগামী দিন রাজ্যের মানচিত্রে প্রথম শ্রেণীর আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিউ হরাইজন একাডেমীর নাম উঠে আসবে বলেও মনে করছেন শিক্ষানুরাগীরা।

পারিবারিক বিবাদে দাদা খুন ভাইয়ের হাতে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● করণদিঘি

আপনজন: শাবল দিয়ে নিজের দাদাকে হত্যা! কারণটা নিতান্তই পারিবারিক গন্ডোগোল। ঘটনাটি ঘটেছে উওর দিনাজপুর জেলার করণদিঘি থানার অন্তর্গত ক্ষেতরবাড়ি বালিয়াদিঘি গ্রামে। দাদাকে শাবল দিয়ে আঘাত করে ভাই, তারপর দাদা কে বাঁচাতে গেলে বৌদি কেও শাবল দিয়ে আঘাত করে। দাদা, বৌদি উভয়কেই শিলিগুড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে পথেই মৃত্যু বৌদির। মৃত দুইজনের নাম দিনবন্ধু পোদ্দার ও তার স্ত্রী কাজল পোদ্দার। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় করণদিঘি থানার পুলিস। অভিযুক্ত ভাই জগবন্ধু পোদ্দারকে আটক করেছে করণদিঘি থানার পুলিস। মৃতদেহ দুটি ময়নাতদন্তের জন্য রায়গঞ্জ সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন, জগবন্ধু পোদ্দারের স্ত্রী বছর দুয়েক আগে মারা যায়, তারপর থেকেই পরিবারের মধ্যে গন্ডোগোল লেগে থাকতো, যার জেরেই এমন ঘটনা ঘটেছে বলে অনুমান করছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

ঘটনায় রীতিমত চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। করণদিঘি থানার পুলিস ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

দেব লক্ষাধিক ভোটে জিতবে: অজিত মাইতি

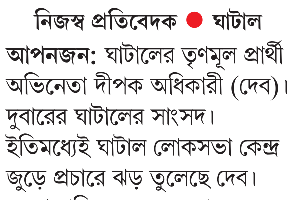

নিজস্ব প্রতিবেদক ● ঘাটাল

আপনজন: ঘাটালের তৃণমূল প্রার্থী অভিনেতা দীপক অধিকারী (দেব)। দুবারের ঘাটালের সাংসদ। ইতিমধ্যেই ঘাটাল লোকসভা কেন্দ্র জুড়ে প্রচারে ঝড় তুলেছে দেব। জেলা পরিষদের দলনেতা মহম্মদ রফিক জানান, দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সীর লিস্ট টা তে আমরা মান্যতা দিয়েছি। সোমবার বিকেলে প্রার্থী দীপক অধিকারীর রোড শো হবে। তার প্রস্তুতি বৈঠক অনুষ্ঠিত হল ব্লক কার্যালয়ে। উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল নেতা অজিত মাইতি সহ নির্বাচনী কমিটির সকল সদস্যগণ। এদিন কেশপুরে মেদিনীপুরের হেভিওয়েট তৃণমূল নেতা অজিত মাইতি জানান দেব লক্ষাধিক ভোটে জয়ী হবে। কেশপুরের শাসকের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নেই। তৃণমূলের সমস্ত স্তরের কর্মীরা গুরুত্ব পেয়ে এবারের গুরুত্বপূর্ণ লোকসভা নির্বাচনে দেবকে জয়ী করবে। কেশপুরের নির্বাচন কমিটি নিয়ে অজিত মাইতি জানান রাজ্য থেকে একটা কমিটি করা হয়েছে, ওই কমিটি সামনে নির্বাচনে ভোট করাবে। নবীন ও প্রবীণ মতবিরোধ মিটে গেছে বলে জানান।

প্রার্থীর হাত ধরে তৃণমূলে যোগ মথুরাপুরে

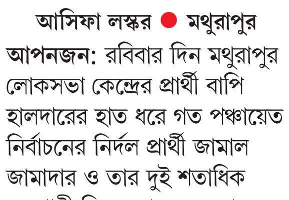

আসিফা লস্কর ● মথুরাপুর

আপনজন: রবিবার দিন মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী বাপি হালদারের হাত ধরে গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের নির্দল প্রার্থী জামাল জামাদার ও তার দুই শতাধিক অনুগামী নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন। রবিবার দিন মথুরাপুর এক নম্বর ব্লকের দেবীপুর অঞ্চলের সাত ঘোড়া থেকে বেলগাছিয়া পর্যন্ত তৃণমূলের প্রার্থী বাপি হালদারের সমর্থনে এক র‍্যালির আয়োজন করা হয়, সেখানে উপস্থিত ছিলেন মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী বাপি হালদার এবং মথুরাপুর এক নম্বর ব্লক সভাপতি মানবেন্দ্র হালদার এবং দেবীপুর অঞ্চলের প্রধান আমির হোসেন লস্কর সহ ১০০০ তৃণমূল নেতৃত্বরা, সেখানে নির্দলের প্রায় দুই শতাধিক কর্মী বাপি হালদারের হাত ধরে বেলগাছিয়া এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন, জানা যায় দেবীপুর অঞ্চলের গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে তেঁতুল বেড়িয়া গ্রামে তৃণমূলের তরফ থেকে আমির হোসেন লস্করের বিরুদ্ধে নির্দল প্রার্থী দিয়েছিলেন। জয়ী হয়েছিলেন আমির হোসেন লস্কর।

অভিষেকের সমর্থনে প্রচারে টাউন সভাপতি

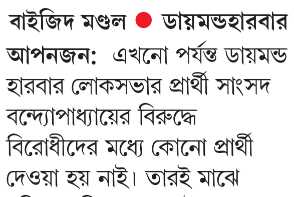

বাইজিদ মণ্ডল ● ডায়মন্ডহারবার

আপনজন: এখনো পর্যন্ত ডায়মন্ড হারবার লোকসভার প্রার্থী সাংসদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে বিরোধীদের মধ্যে কোনো প্রার্থী দেওয়া হয় নাই। তারই মাঝে রবিবারে বিকাল থেকেই ডায়মন্ড হারবার শহরে ১০ নম্বর ওয়ার্ডে প্রচার শুরু করলেন টাউন যুব সভাপতি সৌমেন তরফদার, ডায়মন্ড হারবার লোকসভার প্রার্থী তথা তৃনমূলের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থনে। ১০ নম্বর ওয়ার্ডে ২৩৯ নম্বর বুথ সহ একাধিক জায়গায় ঘুরে এলাকার চা দোকানে বসে চায়ের সাথে আড্ডা জমান তিনি। আড্ডার মাঝেই শুনে নেন এলাকার মানুষের অভাব অভিযোগ। চা খেতে খেতেই উঠে গিয়ে বয়ঃজ্যেষ্ঠ লোকেদের সাথে কথা সেরে নিচ্ছেন।কখনও আবার বাড়ির দরজায় দরজায় কড়া নাড়েন এবং সাধারণ মানুষদের কে বোঝান তৃণমূল কে ভোট দেওয়ার জন্য।রবিবার সারাদিন শহরে প্রচার সারেন তিনি। যেহেতু ছুটির দিন টাউনে সবাই বাড়িতে থাকবেন তাই রবিবার শহরে গিয়ে প্রচার সারেন।

দিনাজপুরে ভোট প্রচারে মোদি ও মমতা

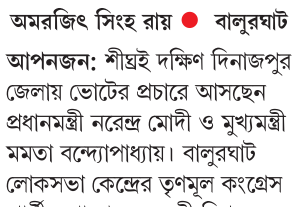

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: শীঘ্রই দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় ভোটের প্রচারে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী তথা রাজ্যের মন্ত্রী বিপ্লব মিত্রের হয়ে তপনে বাগুইট ময়দানে জনসভা করবার কথা রয়েছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। আগামী ৬ এপ্রিল এই সভা হওয়ার কথা রয়েছে। ইতিমধ্যে এই সভাকে কেন্দ্র করে প্রস্তুতি শুরু করে দেয়া হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্বের তরফে। অন্যদিকে, বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী সুকান্ত মজুমদারের হয়ে জেলায় প্রচারে আসার কথা রয়েছে নরেন্দ্র মোদির। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে আগামী ৭ এপ্রিল প্রচারে আসার কথা রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর।

ইতিমধ্যে দুই রাজনৈতিক দলের প্রধান মুখ স্বয়ং জেলায় ভোট প্রচারে আসছেন এই খবর চাউর হতেই উৎসাহ ও উদ্দীপনা শুরু হয়েছে জন সমাজে।

এ বিষয়ে সুকান্ত মজুমদার জানান, আগামী ৭ তারিখে প্রধানমন্ত্রী জেলায় আসতে পারেন।

প্রচারে গিয়ে উনুনে ফুঁ সুজাতার

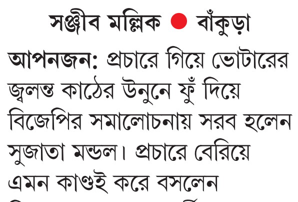

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: প্রচারে গিয়ে ভোটারের জ্বলন্ত কাঠের উনুনে ফুঁ দিয়ে বিজেপির সমালোচনায় সরব হলেন সুজাতা মন্ডল। প্রচারে বেরিয়ে এমন কাণ্ডই করে বসলেন বিষ্ণুপুরের তৃণমূল প্রার্থী সুজাতা মন্ডল। সুজাতা মন্ডলের কান্ড কারখানায় কখনো বিতর্ক তৈরি হয়েছে কখনো আবার তাঁর কান্ড কারখানা সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে আগুনের বেগে। রবিবার সকালে স্থানীয় বিধায়ক ও পুরপ্রধানকে সঙ্গে নিয়ে সুজাতা মন্ডল প্রথমে যান বোলতলা বুড়ো শিবের মন্দিরে। সেখানে পুজো দিয়ে বিষ্ণুপুর শহরে পায়ে হেঁটে প্রচারে বের হন। প্রচারে গিয়ে এক গৃহস্থের হেঁসেলে ঢুকে পড়েন তিনি। সেখানে তখন উনুনে ভাত ফুটছিল। নিজেই জ্বলন্ত উনুনের সামনে ফুঁ নল হাতে বসে পড়েন সুজাতা । পরে বাড়ির গৃহবধূকে পাশে বসিয়ে গ্যাসের দাম নিয়ে কেন্দ্রের কড়া সমালোচনা করেন। সমালোচনা শেষে হাতে থাকা ফুঁ নল এর সাহায্যে উনুনে ফুঁ দিয়ে সুজাতা দাবি করেন এভাবেই ফুঁ দিয়ে বিষ্ণুপুর লোকসভা থেকে তিনি বিজেপিকে উড়িয়ে দেবেন।

তৃণমূল ধর্মের দোহাই দিয়ে রাজনীতি করে না, ইফতারে বললেন বিধায়ক

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: রাজনগর ব্লক তৃণমূল সংখ্যালঘু সেলের পক্ষ থেকে রাজনগর ডাকবাংলোয় একটি ইফতার পার্টির আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে ইফতার পার্টিতে অংশগ্রহণ করেন রাজনগর ব্লকের পাঁচটি অঞ্চলের প্রায় ৩০০ জন তৃণমূল সংখ্যালঘু কর্মী সমর্থকেরা। উপস্থিত সকলেই ইফতার করেন এবং সমবেত ভাবে নামাজ আদায় করেন। এদিন ইফতার পার্টিতে যোগ দেন সিউড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক বিকাশ রায় চৌধুরী। তৃণমূলের তরফে বিভিন্ন জায়গায় যে ইফতার পার্টি আয়োজিত হচ্ছে তা নিয়ে প্রায়শই কটাক্ষ করেন বিরোধীরা। বিরোধীদের বক্তব্য ইফতার পার্টি তৃণমূলের লোক দেখানো, প্রকৃতভাবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পাশে তারা নেই। এই প্রশ্নের উত্তরে বিধায়ক বিকাশ রায় চৌধুরী জানান, বিরোধীরা ধর্মের দোহাই দিয়ে রাজনীতি করলেও তৃণমূল কংগ্রেস ধর্মের দোহাই দিয়ে রাজনীতি করে না এবং সকল ধর্মের প্রতি তৃণমূল শ্রদ্ধাশীল। এদিনের ইফতার পার্টিতে বিধায়ক ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজনগর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সুকুমার সাধু, চেয়ারম্যান সৌমিত্র সিংহ, ব্লক সাধারণ সম্পাদক মহম্মদ শরীফ, সংখ্যালঘু সেলের ব্লক সভাপতি সেখ নাজু, কার্যকরী সভাপতি সেখ কাবুল সহ অন্যান্য তৃণমূল নেতৃত্ব। অনুরূপ ভাবে “ধর্ম যার যার উৎসব সবার “- এই কথাকে সামনে রেখে রবিবার খয়রাসোল ব্লক তৃণমূল সংখ্যালঘু সেলের পক্ষ থেকে একটি ইফতার পার্টির আয়োজন করা হয় খয়রাসোল ব্লক তৃনমূল কার্যালয়ে। এদিন ইফতার পার্টিতে খয়রাসোল ব্লকের দশটি পঞ্চায়েত এলাকা থেকে তৃণমূল সমর্থকেরা ইফতার পার্টিতে যোগ দেন। ছিলেন জেলা তৃণমূল যুব সভাপতি দেবব্রত সাহা, খয়রাসোল ব্লক তৃণমূল যুগ্ম আহ্বায়ক মৃনাল কান্তি ঘোষ ও শ্যামল গায়েন, উজ্জ্বল হক কাদেরী ও কাঞ্চন দে এবং ব্লক সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি সেখ জুলফিকার আলী, সেখ জয়নাল, সপ্তম গোপ,কেনিজ রাসেদ,তরুন তপন ব্যানার্জী, পার্থ সারথি মন্ডল প্রমুখ।

প্রথম নজর

স্কটল্যান্ডের মন্ত্রীর অফিস ঘরে আজান, ইফতারের পর হল মাগরিবের নামাজ

আপনজন ডেস্ক: টল্যান্ডের ফার্স্ট মিনিস্টার হামজা ইউসুফের কার্যালয় বোট হাউজে উচ্চস্বরে মাগরিবের আজান ও ইফতারি অনুষ্ঠিত হয়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স-এ একটি ভিডিও শেয়ারের মাধ্যমে হামজা ইউসুফ নিজেই বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

রোববার আলজাজিরা জানিয়েছে, দেশটির বিভিন্ন ধর্মের বিশিষ্টজনদের সম্মানে বোট হাউজে ইফতার মাহফিলের আয়োজন করেন ফার্স্ট মিনিস্টার হামজা। মাহফিলে ইফতারির আগ মুহূর্তে উচ্চস্বরে মাগরিবের আজান অনুষ্ঠিত হয়। এক্স-এ প্রকাশিত ভিডিওর ক্যাপশনে হামজা ইউসুফ লিখেছেন, সূর্যাস্তের সময় মাগরিবের আজানের মাধ্যমে মুসলিমরা রোজা ভাঙেন। বোট হাউজে আজ আজান দিয়েছেন শায়খ রাব্বানি। এ সময় ইফতারির দস্তরখানে বিভিন্ন ধর্মের বিশিষ্টজনেরা উপস্থিত ছিলেন।

হামজা ইউসুফ আরো লিখেছেন যে- সম্ভবত বোট হাউজের ইতিহাসে এবারই সর্বপ্রথম নামাজের জন্য আজান দেয়া হলো। হামজা ইউসুফ শুধুমাত্র যুক্তরাজ্যে নয়, সাধারণভাবে পশ্চিমা রাজনৈতিক ইতিহাসের প্রথম মুসলিম ব্যক্তি, যিনি পশ্চিমা একটি দেশে প্রধানমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত।

কাবা শরীফে ৮ ফুট লম্বা মুসল্লি নজর কাড়ছেন

আপনজন ডেস্ক: পবিত্র কাবা শরীফে সবার নজর কেড়েছেন প্রায় ৮ ফুট লম্বা এক মুসল্লি। কাবায় উপস্থিত অন্যান্য মুসল্লিদেরকে ঐ ব্যক্তির ছবি ও ভিডিও ধারণ করতে দেখা গেছে। পরে বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে তা ভাইরাল হয়েছে।অস্বাভাবিক লম্বা এই হাজির পরিচয় জানা না গেলেও শারীরিক গঠন দেখে বোঝা যাচ্ছে, তিনি আফ্রিকার কোনো একটি দেশের নাগরিক হবেন।

সৌদির স্থানীয় সংবাদমাধ্যমে বলা হচ্ছে, তিনি বিশ্বের অন্যতম লম্বা একজন ব্যক্তি। ভিডিওতে ঐ ব্যক্তিকে কাবা শরীফ তাওয়াফসহ হজের অন্যান্য কার্যাদি সম্পন্ন করতে দেখা গেছে।

মক্কা মুনাওয়ারায় তাকে নিয়ে যে অন্যান্য মুসল্লিদের মধ্যে আগ্রহ তৈরি হয়েছে, তা বোঝা গেছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশিত ভিডিও থেকে। অনেকেই তার ভিডিও ফেসবুক, এক্সসহ অন্যান্য মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। সেখানে নেটিজেনরা ঐ হাজিকে শুভকামনা জানান। পবিত্র রমজান মাসে সৌদির বিভিন্ন অঞ্চল ছাড়াও বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে হাজার হাজার মুসল্লি ওমরাহ হজ করতে মক্কায় যান। আগ্রহী সব মানুষ যেন ওমরাহ করতে পারেন সে ব্যবস্থা করেছে সৌদির সরকার। এর অংশ হিসেবে সৌদিতে প্রবেশ অনেক সহজ করে দেওয়া হয়েছে।

বর্তমানে সৌদিতে যারা পর্যটন ভিসা নিয়ে যান তারাও চাইলে ওমরাহ করতে পারেন। এ বছর সৌদি আরবে রমজান শুরু হয়েছে গত ১১ মার্চ। এরপর গত ২০দিনে কাবায় প্রায় এক কোটি মানুষ ওমরা পালন করেছেন। এছাড়া মসজিদে নববীতেও দেড় কোটিরও বেশি মুসল্লি নামাজ আদায় করেছেন। মুসল্লিরা যেন নির্বিঘ্নে নামাজ ও অন্যান্য ইবাদত করতে পারেন সেজন্য মসজিদে নববীর ছাদে জায়গা তৈরি করা হয়েছে।

গালফ নিউজের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, চলতি রমজানে মসজিদে নববিতে প্রতিদিন গড়ে ১০ লাখ করে মানুষ নামাজ আদায় করছেন। এছাড়া শুধু প্রথম ১০ রমজানেই জমজম কূপের প্রায় দুই লাখ বোতল পানি বিতরণ করা হয়েছে। ইফতার করানো হয়েছে ৩০ লাখ রোজাদারকে।

মুসলমানদের এই ঢলের মধ্যেও উন্নতমানের সেবা দিচ্ছে সৌদি সরকার।

সৌদি আরবের হজ ও ওমরাহ মন্ত্রণালয় সূত্র বলছে, এবারের মতো এত ওমরা যাত্রী এর আগে দেখা যায়নি। এর একটি বড় কারণ আবহাওয়াগত অবস্থা। মরুভূমির দেশ সৌদি আরবে গরমকাল পুরোপুরি শুরু হয় এপ্রিল থেকে। তার আগ পর্যন্ত আবহাওয়া বেশ সহনীয় ও আরামদায়ক থাকে।

‘আল্লাহ’ লেখা মোজা বিক্রি করায় শপিং মলে হামলা

আপনজন ডেস্ক: মালয়েশিয়ার একটি শপে ইংরেজিতে ‘আল্লাহ’ লেখা পায়ের মোজা বিক্রি করায় তুমুল বিতর্ক দেখা দিয়েছে। এ নিয়ে তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েছে দেশটির জনপ্রিয় চেইন শপ ‘কে কে সুপারমার্ট’ কোম্পানি। এমনকি হামলার মুখেও পড়েছে চেইন শপটির আউটলেট। স্থানীয় সময় শনিবার মালয়েশিয়ার কেকে সুপারমার্টের একটি আউটলেটে হামলার ঘটনা ঘটে। এর আগে সুপারমার্টটির শীর্ষ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে “আল্লাহ” লেখা মোজা বিক্রি করার দায়ে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করার অভিযোগ আনা হয় এবং মামলা করা হয়।

রয়টার্স জানায়, পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য পাহাংয়ের কুয়ানতান জেলার একটি কেকে সুপারমার্ট আউটলেটে শনিবার ভোরের ঠিক আগে একটি মোলোটভ ককটেল আঘাত হানে বলে জানায় কুয়ানতান পুলিশ প্রধান মোহাম্মদ জাহারি ওয়ান বুসু। এর আগে গত মঙ্গলবার পেরাক রাজ্যে আরেকটি কেকে সুপারমার্ট আউটলেটে পেট্রোল বোমা নিক্ষেপের ঘটনা ঘটেছিল।

তবে শনিবারের হামলায় সন্দেহভাজন কাউকে শনাক্ত করতে পারেনি পুলিশ।

হামলাকারীকে শনাক্তে কাজ করছে পুলিশ।

কে কে সুপারমার্ট মালয়েশিয়ার দ্বিতীয়-বৃহৎ চেইন শপ। সম্প্রতি প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধে আল্লাহর নাম খচিত মোজা বিক্রির অভিযোগ উঠে। ওই এই মোজাগুলো মালয়েশিয়ার রাজধানীর কেকে মার্টের একটি আউটলেটে বিক্রি করা হচ্ছিল। এটি স্থানীয় মুসলিমদের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভের জন্ম দেয়।

ইতিমধ্যে কে কে সুপারমার্টে মোজার সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান জিন জিয়ান চ্যাং ক্ষমা চেয়ে এমন পণ্য শপ থেকে সরিয়ে নেওয়ার কথা জানিয়েছেন। তবে অনলাইনে মোজার ছবি ছড়িয়ে পড়ায় নানা ধরনের প্রতিক্রিয়া ও ক্ষোভ তৈরি অব্যাহত রয়েছে। কেউ কেউ এই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে বয়কটের ডাক দিয়েছেন।

এ ঘটনায় কে কে মার্টের প্রতিষ্ঠাতা, পরিচালক এবং মোজার সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মামলা করেছে দেশটির সরকার। এছাড়া গত সপ্তাহে মালয়েশিয়ার রাজা ইব্রাহিম সুলতান ইস্কান্দার চাইয়ের মালিকানাধীন এ প্রতিষ্ঠানের নিন্দা জানিয়ে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানান। এদিকে, সোমবার (২৫ মার্চ) মোজার সরবরাহকারী চীনা প্রতিষ্ঠান জিন জিয়ান চ্যাং এর বিরুদ্ধে ৯ দশমিক ২ মিলিয়ন ডলার ক্ষতিপূরণ চেয়ে মামলা করেছে কে কে মার্ট।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

শ্রীলঙ্কায় ইসলাম অবমাননা করায় বৌদ্ধ ভিক্ষুর চার বছরের জেল

আপনজন ডেস্ক: শ্রীলঙ্কায় সংখ্যালঘু মুসলিম জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়ানোর দায়ে প্রভাবশালী বৌদ্ধ ভিক্ষু গালাগোদাত্তে জ্ঞানসারাকে চার বছরের কঠোর শ্রমের সাজা দিয়েছে দেশটির একটি আদালত। খবর বার্তা সংস্থা এএফপির।

গত বৃহস্পতিবার কলম্বো হাইকোর্ট বলেছে, গালাগোদাত্তে জ্ঞানসারা ২০১৬ সালের একটি সংবাদ সম্মেলনে ইসলাম সম্পর্কে অবমাননাকর মন্তব্য করে মুসলিম জনগোষ্ঠীকে আঘাত করেছেন। আদালত বলেছে, বৌদ্ধ ভিক্ষুকে চার বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং ১ লাখ রুপি জরিমানা করা হয়েছে। সাজা শুরু করার জন্য তাকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

বৌদ্ধ সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ শ্রীলঙ্কায় মুসলিমদের বিরুদ্ধে সহিংসতা উসকে দেয়ার অভিযোগ আনা হয়েছে জ্ঞানসারার বিরুদ্ধে। দেশটির মোট জনসংখ্যা প্রায় ২ কোটি ২০ লাখ। সেখানে মোট জনসংখ্যার প্রায় ১০ শতাংশ মুসলিম। মায়ানমারের চরমপন্থী বৌদ্ধ ভিক্ষু উইরাথুর সাথে গালাগোদাত্তে জ্ঞানসারার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। উইরাথুর বিরুদ্ধেও অভিযোগ রয়েছে, তিনি বিভিন্ন বক্তব্যে মায়ানমারে মুসলিম নিপীড়নকে সমর্থন করেছেন।

গাজায় যুদ্ধবিরতির আলোচনা শুরু মিসরে

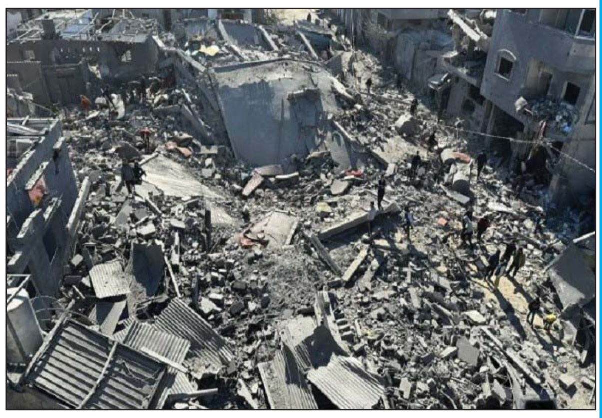

আপনজন ডেস্ক: মিশরের কায়রোতে রোববার ইসরায়েল ও গাজার শাসকগোষ্ঠী সশস্ত্র হামাসের মধ্যে ফের শান্তি আলোচনা শুরু হয়েছে।

ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু আলোচনা পুনরায় শুরুর সবুজ সংকেত দেওয়ার এক দিন পর কায়রোয় বৈঠকটি শুরু হচ্ছে।

মধ্যস্থতাকারী দেশ মিশরের আল ক্বাহেরা নিউজ টিভির বরাতে সংবাদমাধ্যম আল জাজিরার এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে।

ইসরায়েলি কর্মকর্তা বলেন, তেলআবিব রোববার কায়রোতে একটি প্রতিনিধিদল পাঠাবে। তবে হামাসের একজন কর্মকর্তা বলছেন প্রথমে তারা কায়রোর মধ্যস্থতাকারীদের তাদের আলোচনার ফলাফল জানার জন্য অপেক্ষা করবেন।

এর আগে মিসর কাতার ও ইসরায়েলের ঘনিষ্ঠ মিত্র যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় কয়েকদফা আলোচনা হয়। পবিত্র রমজান মাস শুরুর আগে যুদ্ধবিরতির ঘোষণা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কাঙ্ক্ষিত যুদ্ধবিরতির ঘোষণা দেওয়া সম্ভব হয়নি। এজন্য ইসরায়েল ও হামাস একে অন্যকে দোষারোপ করে আসছে।

গত ৭ অক্টোবর থেকে কাতার ও মিশরের মধ্যস্থতায় আলোচনা তরান্বিত করার চেষ্টা করছে ইসরায়েল ও গাজা। এই অস্ত্রবিরতির প্রস্তাবে রয়েছে ছয় সপ্তাহের জন্য ইসরায়েলি আক্রমণ স্থগিত রাখা যার বিনিময়ে গাজায় ফিলিস্তিনি জঙ্গিগোষ্ঠী হামাসের হাতে এখনো আটক ১৩০ জন পণবন্দির মধ্যে ৩০ জনকে মুক্তি দেয়ার প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাস আরো জানিয়েছে, যে কোন চুক্তির লক্ষ্য হতে হবে লড়াইয়ের অবসান ও ইসরায়েলি বাহিনীর প্রত্যাহার। ইসরায়েল তা নাকচ করে দিয়ে বলেছে যে তারা শেষ অবধি হামাসের শাসন ও তার সামরিক সক্ষমতাকে খর্ব করার জন্য তাদের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে।

তুরস্কে ৮১টি প্রদেশে স্থানীয় নির্বাচন নির্বিঘ্নে

আপনজন ডেস্ক: তুরস্কে স্থানীয় নির্বাচনের ভোটগ্রহণ হল রবিবার। দেশটির ৮১টি প্রদেশ, ৯৭৩টি জেলা, ৩৯০টি শহরের পাশাপাশি ৫০ হাজার মুখতার (স্থানীয় প্রধান), প্রাদেশিক পরিষদ এবং মিউনিসিপ্যাল পরিষদের ভোটগ্রহণ হয়। স্থানীয় সময় ৪টা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ চলে। নির্বাচনটি তুরস্কের রাজনীতির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে ইস্তাম্বুলের মেয়র পদটির দিকে সবার নজর রয়েছে। প্রেসিডেন্ট রজব তাইয়্যিপ এরদোগানের মনোনীতি প্রার্থী জয়ী হবেন কিনা তার ওপর তার রাজনৈতিক ভবিষ্যতের অনেক কিছু নির্ভর করছে। ইস্তাম্বুলের বর্তমান মেয়র প্রধান বিরোধী দল সেক্যুলারপন্থী রিপাবলিকান পিপলস পার্টির একরেম ইমামুগ্লু এবং এরদোগানের একে পার্টির প্রার্থী মুরাত কুরামের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।ইমামুগ্লু এখনো জনপ্রিয়। তবে ২০১৯ সালে যে জোটের প্রার্থী হিসেবে তিনি জয়ী হয়েছিলেন, তা এখন ভেঙে গেছে। এরদোগান শিবির আশা করছে যে এই বিভক্তিকে কাজে লাগিয়ে তাদের প্রার্থী জয়ী হতে পারবেন। উল্লেখ্য, ৭০ বছর বয়স্ক এরদোগান ১৯৯৪ সালে ইস্তাম্বুলের মেয়র হিসেবে তার রাজনৈতিক যাত্রা শুরু করেছিলেন। এখানেই তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন, বেড়ে ওঠেছেন। ইস্তাম্বুলে জয়ী হতে পারলে ইমামুগ্লু পরবর্তী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে শক্ত প্রার্থী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারবেন। তাছাড়া গত প্রেসিডেন্ট ও পার্লামেন্ট নির্বাচনে এরদোগানের কাছে পরাজয়ের পর বিরোধী জোটে যে মনোবল হানি ঘটেছিল, তা থেকেও উত্তরণ ঘটাতে পারবে।

ফিলিস্তিনের নয়া মন্ত্রিসভার শপথ সম্পন্ন

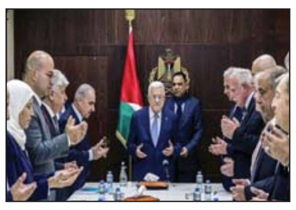

আপনজন ডেস্ক: নবনিযুক্ত ফিলিস্তিনি প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ মুস্তফার নেতৃত্বে একটি নতুন ফিলিস্তিনি সরকার রোববার শপথ গ্রহণ করল। রোববার আল-জাজিরার এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, এ মাসের মাঝ বরাবর ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস তার দীর্ঘ দিনের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা মোহাম্মদ মুস্তফাকে নতুন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দেন। ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ পুনর্গঠনে মার্কিন চাপের মুখে নতুন এ প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ দেয়া হয়।

এ সময় নতুন প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের ঘোষণা দিয়ে এক বিবৃতিতে প্রেসিডেন্ট আব্বাস অধিকৃত পশ্চিম তীর ও গাজায় প্রশাসন পুনরায় একত্রিত করার পাশাপাশি সরকার, নিরাপত্তা পরিষেবা এবং অর্থনীতিতে সংস্কারের নেতৃত্ব দিতে এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করার পরিকল্পনা করতে বলেন মুস্তফাকে।

যুদ্ধের মধ্যেও ২০২২ সালে আয় বেড়েছে জেলেনস্কির

আপনজন ডেস্ক: রাশিয়ার সঙ্গে চলমান যুদ্ধের মধ্যেই বার্ষিক আয় বৃদ্ধির তথ্য দিলেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। যুদ্ধ শুরুর বছর ২০২২ সালে জেলেনস্কির বার্ষিক আয় তিন গুণের বেশি বেড়েছে। গত শুক্রবার জেলেনস্কির ২০২২ সালের আয়ের ঘোষণা থেকে এ তথ্য জানা গেছে। জেলেনস্কি জানিয়েছেন, ২০২১ সালে তার বার্ষিক আয় মোট আয় ছিল ৩৭ লাখ রিভনিয়া। কিন্তু পরের বছর ২০২২ সালে সেই আয় বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ১ কোটি ২৪ লাখ ২০ হাজার ইউক্রেনীয় রিভনিয়া বা ৩ লাখ ৬ হাজার ডলারে। অর্থাৎ এক বছরের ব্যবধানে জেলেনস্কির আয় বেড়েছে তিন গুণের বেশি। মূলত যুদ্ধের সময়ে (২০২২ সালে) বেশ কিছু সরকারি বন্ড বিক্রি করে এবং নিজস্ব সম্পত্তির বাড়তি ভাড়া আদায় করে এই অতিরিক্ত আয় করেছেন বলে জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি। এছাড়া ইউক্রেনের প্রেসিডেন্টের দাপ্তরিক ওয়েবসাইটে বলা হয়েছে, জেলেনস্কি ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের আয়ের বেশির ভাগ এসেছে সরকারি বেতন, ব্যাংক থেকে পাওয়া সুদ এবং নিজস্ব সম্পত্তির ভাড়া থেকে। বলা হয়েছে, ২০২২ সালে জেলেনস্কি এবং তার পরিবার সরকারি বন্ড বিক্রি করে ৭৪ লাখ ৫০ হাজার ইউক্রেনীয় রিভনিয়া আয় করেছেন। তবে ওই বছর প্রেসিডেন্টের স্থাবর সম্পদ বাড়েনি বা কমেওনি। জেলেনস্কি সরকারি কর্মকর্তাদেরও সম্পদের হিসাব প্রকাশের আহ্বান জানিয়েছেন।

বেলুচিস্তানে আক্রান্ত গ্যাস কোম্পানি কর্তা

আপনজন ডেস্ক: পাকিস্তানের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশ বেলুচিস্তানে শনিবার রাস্তার পাশে একটি বোমা বিস্ফোরণে অন্তত একজন নিহত ও ১৪ জন আহত হয়েছে। কর্মকর্তারা বলেন, একটি বড়, বেসরকারি গ্যাস-উৎপাদনকারী কোম্পানির পরিদর্শকদের লক্ষ্য করে আক্রমণটি করা হয়। পাকিস্তানি নিরাপত্তা বাহিনী তাদেরকে পাহারা দিয়ে প্রাদেশিক রাজধানী কোয়েটার ১৭০ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে, হারনাই জেলায় নিয়ে যাচ্ছিল। জেলা প্রশাসক ভিওএ-কে হতাহতের বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.০৭মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.৫৬ মি.

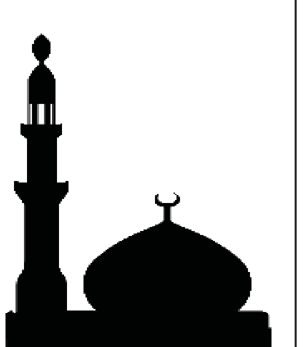

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.০৭	৫.২৮
যোহর	১১.৪৬	
আসর	৪.০৭	
মাগরিব	৫.৫৬	
এশা	৭.০৭	
তাহাজ্জুদ	১১.০২	

ইকুয়েডরে সশস্ত্র হামলায় নিহত ৮

আপনজন ডেস্ক: ইকুয়েডরের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে শনিবার সশস্ত্র হামলায় আটজন নিহত এবং সমসংখ্যক লোক আহত হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, দেশটিতে এটি ছিল সর্বশেষ সহিংসতার ঘটনা। পুলিশের বিবৃতিতে বলা হয়, ‘অস্ত্র সজ্জিত একটি গাড়ি থেকে স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৬টা ৫৫মিনিটের দিকে বন্দর নগরী গুয়াকিলে একদল লোকের ওপর গুলি চালানো হয়।’ এতে আরো বলা হয়, হামলায় ঘটনাস্থলেই দু’জন নিহত হয়। এটি ইকুয়েডরে গত দু’দিনের মধ্যে দ্বিতীয় গণহত্যা।

পাকিস্তানে সরকারি অনুষ্ঠানে লাল গালিচা নিষিদ্ধ করা হল

আপনজন ডেস্ক: পাকিস্তানে সরকারি যে কোনো আয়োজনে লালগালিচার ব্যবহার বন্ধের নির্দেশনা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ। শনিবার দেশটির মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের পক্ষ থেকে জারি করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানানো হয়েছে।

সরকারি অনুষ্ঠানে লালগালিচার ব্যবহার কেন বন্ধ করলেন শাহবাজ শরিফ, সেই বিষয়ে কিছু জানানো হয়নি।দেশটির মন্ত্রিসভা বিভাগের এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক সরকারি অনুষ্ঠানগুলোতে লাল গালিচা বিছানোয় নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। তবে কূটনৈতিক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানগুলোতে লাল গালিচা ব্যবহার করা যাবে।

গত ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেলেও জোটগঠনের মাধ্যমে টানা দ্বিতীয় মেয়াদে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হন শাহবাজ শরিফ। সম্প্রতি ৭২ বছর বয়সী এ নেতা ঘোষণা দিয়েছেন, তিনি এবং তার মন্ত্রিসভার সদস্যরা কেউ বেতন নেবেন না।

দেশের অর্থনৈতিক বোঝা কমানোর লক্ষ্যে এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন পাকিস্তানি প্রধানমন্ত্রী। গত মাসে তিনি ঘোষণা দিয়েছিলেন, মিতব্যয়িতাই হবে তার সরকারের প্রধান অগ্রাধিকার। এর আগে, পাকিস্তানের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট আসিফ আলি জারদারিও তার এবারের মেয়াদে বেতন না নেয়ার ঘোষণা দিয়েছিলেন।

ইসরায়েলি হামলায় আল শিফা হাসপাতালে নিহত ৪ শতাধিক

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকার আল শিফা হাসপাতালে টানা ১৩ দিনের ইসরায়েলি হামলায় চার শর বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন।

রোববার গাজার মিডিয়া অফিসের বরাত দিয়ে আল জাজিরা জানিয়েছে, নিহতদের মধ্যে আহত রোগী, যুদ্ধে বাস্তুচ্যুত ফিলিস্তিনি ও স্বাস্থ্যসেবা কর্মী রয়েছেন।

আল-শিফা হাসপাতাল অবরোধের সময় ফিলিস্তিনি যোদ্ধারা মর্টার ও রকেট ফায়ার দিয়ে ইসরায়েলি সেনা ও সাঁজোয়া যানের ওপর হামলা চালায়। এর আগে ১৮ মার্চ ইসরায়েলের সেনাবাহিনী ঘোষণা দিয়েছিল, হামাসের সিনিয়র সদস্যরা আল-শিফা ভবনটি ব্যবহার করছে- এমন গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে সেখানে সুনির্দিষ্ট হামলা চালানো হচ্ছে।

গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের উদ্ধৃতি দিয়ে আল-জাজিরা জানায়, ইসরায়েলের চলমান হামলায় আল-শিফা হাসপাতালে কমপক্ষে ৩০ হাজার মানুষ আটকা পড়েছে। হাসপাতাল কমপ্লেক্সে আটকা পড়া এসব মানুষ ঘরবাড়ি হারিয়ে বাস্তুচ্যুত সাধারণ মানুষ, হাসপাতালের স্টাফ এবং আহত রোগী।

গাজার বৃহত্তম হাসপাতাল আল-শিফা। এর আগে গত বছরের নভেম্বরে ইসরায়েল এ হাসপাতালে অভিযান চালায়। ওই সময় হামলায় ব্যাপক আন্তর্জাতিক সমালোচনার মুখে পড়ে ইসরায়েল।

ডা. জাকির নায়েকের সঙ্গে মক্কায় বাংলার হাকিমুল

আপনজন ডেস্ক: সৌদি আরবে মক্কা শহরে কাবা শরীফের পাশে অবস্থিত পাঁচতারা হোটেল ক্লক টাওয়ারের প্রধান সেফ হিসেবে কর্মরত পশ্চিমবাংলার উত্তর ২৪ পরগনার ভূমিপুত্র হাকিমুল ইসলাম। উমরাহ ও হজের সময় বহু নামজাদা ব্যক্তি এই হোটেলে ওঠেন। বিশিষ্ট বাগ্মী ডা. জাকির নায়েক সপুত্র উমরাহ করা কালীন তাদের সঙ্গে আলাপচারিতা হয় হাকিমুল ইসলামের। ক্লক টাওয়ার হোটেলে তোলা ছবিতে ডা. জাকির নায়েক ও তার পুত্রের সঙ্গে রয়েছেন হাকিমুল ইসলাম (মাঝখানে)।

আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর
১৯ বর্ষ, ৯০ সংখ্যা, ১৮ চৈত্র ১৪৩০, ২১ রমজান, ১৪৪৫ হিজরি

অর্থনৈতিক বিপর্যয়

সারা বিশ্ব আজ বড় অস্থির। করোনা মহামারি হইতে বিশ্ববাসী পরিত্রাণ পাইয়াছেন। এই জন্য তাহাদের অনেক মূল্য দিতে হইয়াছে। কিন্তু মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা হিসাবে বিশ্বে নূতন করিয়া যে যুদ্ধবিগ্রহ দেখা দিয়াছে, তাহা থামিবার কোনো লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। ইউক্রেন যুদ্ধের কোনো মীমাংসা না হইতেই ফিলিস্তিনকে কেন্দ্র করিয়া অস্থির হইয়া উঠিয়াছে মধ্যপ্রাচ্য। পৃথিবীর চতুর্থ বৃহত্তম রপ্তানিকারক দেশ ইউক্রেনে বিশ্বের এক নম্বর গম রপ্তানিকারক দেশ রাশিয়ার হামলা আজও চলমান। অন্যদিকে বিশ্বের মোট তেলের ৫২ শতাংশ ও প্রাকৃতিক গ্যাসের ৪৩ শতাংশের মজুতের অধিকারী মধ্যপ্রাচ্য আবার অশান্ত। ফলে বিশ্বে খাদ্য ও জ্বালানির সরবরাহ ও নিরাপত্তা আজ মারাত্মকভাবে হুমকির সম্মুখীন। ইহাতে দেশে দেশে দেখা দিয়াছে অসহনীয় মূল্যস্ফীতি। ২০২০ সালে বৈশ্বিক মূল্যস্ফীতি যেইখানে ছিল ১.৯৩ শতাংশ, সেইখানে ইহা গত বত্সর ছিল ৮.২৭ শতাংশ। এই বত্সর শেষ নাগাদ তাহা কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে, তাহা আমরা কেহ জানি না। যুদ্ধকে কেন্দ্র করিয়া একের পর এক নিষেধাজ্ঞা ও পালটা নিষেধাজ্ঞায় অর্থনৈতিক বিপর্যয় বিশ্ববাসীকে আজ দিশাহারা করিয়া তুলিয়াছে।

উপর্যুক্ত পরিস্থিতি বাংলাদেশসহ উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশগুলির অবস্থা কী হইতে পারে, তাহা সহজেই অনুমেয়। করোনার পূর্ব পর্যন্ত আমাদের অর্থনৈতিক পারফরম্যান্স ছিল বেশ সন্তোষজনক। এশিয়ার টাইগার হিসাবে বাংলাদেশ আগাইয়া যাইতেছিল। কিন্তু করোনা ও যুদ্ধের অভিঘাত আমাদের দুশ্চিন্তায় ফেলিয়া দিয়াছে। ইহার উপর নির্বাচনি বত্সরে অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের মতো এইখানেও অর্থনৈতিক চাপ থাকাটা অস্বাভাবিক নহে। কেননা নির্বাচনকে কেন্দ্র করিয়া রাজনীতি অস্থির হইয়া উঠিলে অর্থনীতিতে তাহার বিরূপ প্রভাব পড়িতে বাধ্য। ইহাতে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ বাধাগ্রস্তসহ বিপাকে পড়ে সামষ্টিক অর্থনীতি। সরকারের আয়-ব্যয়ের ঘাটতি, বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্যহীনতা ইত্যাদি সমস্যা প্রকট হইয়া উঠে। ইহারই পরিপ্রেক্ষিতে সম্প্রতি বিশ্বব্যাংকের বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট আপডেট-২০২৩ প্রতিবেদনে বলা হইয়াছে, বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্যহীনতা ও টাকার অবমূল্যায়ন এই দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিকে বড় অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলিয়া দিতে পারে। যদিও চলতি অর্থবত্সরের বাজেটে জিডিপি প্রবৃদ্ধির প্রাক্কলন করা হইয়াছিল ৭.৩ শতাংশ, তবে বিশ্বব্যাংকের প্রাক্কলন অনুযায়ী তাহা হইতে পারে ৫.৬ শতাংশ। আইএমএফ ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের হিসাব অনুযায়ীও আমরা রহিয়াছি নানামুখী চ্যালেঞ্জের মধ্যে। আমদানি-রপ্তানি ও রেমিট্যান্স হ্রাস, শিল্প খাতে বিপর্যয়, শিল্পের কাঁচামাল ও নিত্যপণ্য চাহিদামতো স্থানান্তর সংকট, রাজস্ব আদায়ে ধস, রিজার্ভ হ্রাস, ডলার-সংকট, ব্যাংক খাতে অস্থিরতা ইত্যাদি কারণে আমাদের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এখন হুমকির মুখে। প্রতিকূল আবহাওয়া, জ্বালানিসংকট, অর্থপাচার, করপোরেট সুশাসনের অভাব প্রভৃতি কারণও দায়ী অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের জন্য। মর্গান স্ট্যানসির গবেষণায় অর্থনীতিবিদরা দেখাইয়াছেন যে, ২০২৩ সালের শেষ নাগাদ বিশ্বের মোট দেশজ উত্পাদন হইবে ২.৯ শতাংশ, যাহা গত বত্সর ছিল ৩.৪ শতাংশ। তবে বিশ্ব অর্থনীতিকে দুর্দশা হইতে উদ্ধার করিতে এবং সম্ভাব্য আরেকটি ভয়াবহ বিশ্বমন্দা হইতে রক্ষা পাইতে হইলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ করা। কিন্তু দুশ্চিন্তায় থাকা তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির নেতাদের এই আবেদন কি বিশ্বনেতাদের কর্ণকুহরে আদৌ পৌঁছাইবে বা পৌঁছাইলেও কি তাহাদের শুভবুদ্ধির উদয় হইবে? এই পরিপ্রেক্ষিতে উন্নত দেশগুলি বিরূপ পরিস্থিতি সামাল দিয়া উঠিতে পারিলেও অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলির জন্য তাহা হইতে পারে বিপজ্জনক। তাই এই মুহূর্তে উন্নয়নশীল দেশগুলির নেতাদের উচিত নিজেদের বিরোধ-বিসংবাদ যতখানি সম্ভব দূরে ঠেলিয়া দেওয়া ও জাতীয় অর্থনীতিকে বাঁচাইতে ঐক্যবদ্ধ হওয়া।

গাজা: যেখানে আশার রং কালো

আমি ১০ বছর বয়সের ইয়াজান কাফারনেহর ছবিটি দেখছি। দক্ষিণ গাজার এক অস্থায়ী চিকিৎসাকেন্দ্রে তোলা ছবিটি, নিউইয়র্ক টাইমস-এর প্রথম পাতায় ছাপা হয়েছে। মানুষ নয়, মনে হয় কোনো কঙ্কাল অথবা কঙ্কালের মুখোশ পরে আছে কেউ। এই কঙ্কালের নিচেই একটি জীবন্ত শিশু যে প্রতিটি মুহূর্ত অনিবার্য মৃত্যুর দিকে এগোচ্ছে। টাইমস জানাচ্ছে, এই ছবি প্রকাশের অব্যবহিত পরেই মৃত্যু হয়েছে ইয়াজানের। লিখেছেন **হাসান ফেরদৌস**।

আমি ১০ বছর বয়সের ইয়াজান কাফারনেহর ছবিটি দেখছি। দক্ষিণ গাজার এক অস্থায়ী চিকিৎসাকেন্দ্রে তোলা ছবিটি, নিউইয়র্ক টাইমস-এর প্রথম পাতায় ছাপা হয়েছে। মানুষ নয়, মনে হয় কোনো কঙ্কাল অথবা কঙ্কালের মুখোশ পরে আছে কেউ। এই কঙ্কালের নিচেই একটি জীবন্ত শিশু যে প্রতিটি মুহূর্ত অনিবার্য মৃত্যুর দিকে এগোচ্ছে। টাইমস জানাচ্ছে, এই ছবি প্রকাশের অব্যবহিত পরেই মৃত্যু হয়েছে ইয়াজানের।

শুধু ইয়াজান নয়, এভাবে ক্রমেই মৃত্যুর মুখে বাস্তুচ্যুত, আশ্রয়হীন ১২ লাখ গাজাবাসী। দুর্ভিক্ষ ধেয়ে আসছে, যুদ্ধে যত লোক মারা গেছে, তার বহুগুণ মারা যাবে ক্ষুধায় ও রোগভোগে। যেসব শিশু টিকে যাবে, তাদের অনেকেই অকালবৃদ্ধ হবে, শারীরিক পূর্ণতা পাবে না।

গাজায় ইয়াজানের মতো আর কত শিশু, নারী ও পুরুষের মৃত্যু হলে পৃথিবীর মানুষ ও তার ক্ষমতাধর নেতারা জেগে উঠবে?

সবচেয়ে বিস্ময়কর হলো আরব দেশগুলোর প্রতিক্রিয়ায়। আমি মনোযোগ দিয়ে চলতি সময়ের একাধিক আরব পত্রপত্রিকা পড়ার চেষ্টা করেছি। সেসব পড়ে মনে হবে, গাজার এই অভাবিত দুর্যোগ স্বাভাবিক একটি ঘটনা, আরও পাঁচটি ঘটনার মতোই একটি। আল-আহরামের প্রধান খবর, সরকার টুকটুক বা বেবিট্যাক্সির বিদ্যুতায়ন প্রকল্প অনুমোদন করেছে। গালফ নিউজ জানাচ্ছে, দুবাই এয়ারপোর্টের রানওয়েতে প্রথমবারের মতো ইফতারের ব্যবস্থা হয়েছে। সৌদি পত্রিকার শীর্ষ সংবাদ, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রসারে ৪০ বিলিয়ন ডলারের প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে।

মানুষ মরছে গাজায়, আরও মরবে। যত দিন যাচ্ছে, ব্যাপারটা একটা স্বাভাবিক ঘটনা হয়ে উঠছে। খাচ্ছিদাচ্ছি, কোথাও কোনো কিছুর কমতি নেই।

এদিকে যুদ্ধোত্তর গাজাকে নিয়ে কী করা যায়, তা নিয়ে ইসরায়েলি ও আমেরিকানদের ঘুম হারামের উপক্রম হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র চাইছে বৃদ্ধ মাহমুদ আব্বাসের নেতৃত্বে একটি নতুন সরকার গঠন করতে, যেখানে এমন সব 'টেকনোক্রেটিক' লোকজন থাকবে, যাদের সঙ্গে ফিলিস্তিনি জনগণের সামান্য যোগাযোগটুকুও নেই।

বোঝাই যাচ্ছে, এই সরকারের কাজ হবে ফিলিস্তিনিদের স্বার্থ রক্ষা নয়, ইসরায়েল ও আমেরিকার মন জুগিয়ে চলা।

অন্যদিকে ইসরায়েলের নেতানিয়াহু সরকারের একাধিক মন্ত্রী প্রস্তাব করেছেন, উত্তর গাজার বহিষ্কৃত ফিলিস্তিনিদের পরিত্যক্ত আবাসিক এলাকায় নতুন করে ইহুদি বসতি গড়ে তোলা হোক। যেসব ইসরায়েলি সৈন্য এই যুদ্ধে অংশ নিয়েছে, তাদের পুরস্কার হিসেবে এখানে বিনা মূল্যে জমি বিতরণ করা হবে। অনুমান করি, যে যত বেশি ফিলিস্তিনি হত্যা করেছে, তার জন্য দেওয়া হবে তত বড় বসতবাড়ির স্থান।

এদিকে ডোনাল্ড ট্রাম্পের জামাতা জ্যারেড কুশনার প্রস্তাব করেছেন, গাজার সমুদ্রতীরবর্তী এলাকাকে বিদেশি পর্যটকদের জন্য পুনর্নির্মাণ করা হোক। 'সমুদ্রের পাশে এই জায়গা খুবই মূল্যবান সম্পদ, একে কাজে লাগানো গেলে তা খুবই লাভবান প্রমাণিত হতে পারে,' তিনি বলেছেন।

প্রায় একই প্রস্তাব দিয়েছেন নিউইয়র্ক টাইমস-এর কলাম লেখক ব্রেট স্টিফেন্স। তিনি বলছেন, কোনো স্বাধীন ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের কথা না ভেবে বরং গাজায় ও অবশিষ্ট ফিলিস্তিনে কীভাবে দুবাইয়ের ধাঁচে আধুনিক বিলাস নগরী হিসেবে গড়ে তোলা যায়, সেদিকে নজর দেওয়া হোক। ভদ্রলোক এই প্রস্তাবকে 'আরব ম্যান্ডেট ফর প্যালেস্টাইন' নাম দিয়েছেন।

নেতানিয়াহুর এই ত্যাড়া ঘাড় মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের জন্য বড় রকমের ঝামেলা সৃষ্টি করেছে। তিনি এখন পর্যন্ত ইসরায়েলকে কার্যত কোনো শর্ত ছাড়াই গাজায় ফিলিস্তিনি জাতি হত্যায় সমর্থন দিয়ে গেছেন। ইসরায়েলে ও আমেরিকায় ইহুদিরা সে কারণে বাইডেনের কাছে কৃতজ্ঞ।

প্রায় একই প্রস্তাব দিয়েছেন নিউইয়র্ক টাইমস-এর কলাম লেখক ব্রেট স্টিফেন্স। তিনি বলছেন, কোনো স্বাধীন ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের কথা না ভেবে বরং গাজায় ও অবশিষ্ট ফিলিস্তিনে কীভাবে দুবাইয়ের ধাঁচে আধুনিক বিলাস নগরী হিসেবে গড়ে তোলা যায়, সেদিকে নজর দেওয়া হোক। ভদ্রলোক এই প্রস্তাবকে 'আরব ম্যান্ডেট ফর প্যালেস্টাইন' নাম দিয়েছেন। একসময় ফিলিস্তিন ছিল ব্রিটিশ ম্যান্ডেট, অর্থাৎ তার শাসনভার ছিল ব্রিটিশ রাজের। সে ম্যান্ডেট শেষ হওয়ার ৭৫ বছর পর আরেক ম্যান্ডেটের এই প্রস্তাব যে একটি নব ঔপনিবেশিক পরিকল্পনা, তা বুঝতে কারও তেমন বেগ পাওয়ার কথা নয়।

প্রায় একই প্রস্তাব দিয়েছেন নিউইয়র্ক টাইমস-এর কলাম লেখক ব্রেট স্টিফেন্স। তিনি বলছেন, কোনো স্বাধীন ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের কথা না ভেবে বরং গাজায় ও অবশিষ্ট ফিলিস্তিনে কীভাবে দুবাইয়ের ধাঁচে আধুনিক বিলাস নগরী হিসেবে গড়ে তোলা যায়, সেদিকে নজর দেওয়া হোক। ভদ্রলোক এই প্রস্তাবকে 'আরব ম্যান্ডেট ফর প্যালেস্টাইন' নাম দিয়েছেন। একসময় ফিলিস্তিন ছিল ব্রিটিশ ম্যান্ডেট, অর্থাৎ তার শাসনভার ছিল ব্রিটিশ রাজের। সে ম্যান্ডেট শেষ হওয়ার ৭৫ বছর পর আরেক ম্যান্ডেটের এই প্রস্তাব যে একটি নব ঔপনিবেশিক পরিকল্পনা, তা বুঝতে কারও তেমন বেগ পাওয়ার কথা নয়।

এই মুহূর্তে সবার আগে প্রয়োজন গাজায় যুদ্ধবিরতি। সবাই এই ব্যাপারে একমত, শুধু একমত নন ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু। তার কারণটাও স্পষ্ট। বর্তমানে ইসরায়েলে তাঁর প্রতি জনসমর্থন ১০ শতাংশের কম। নতুন নির্বাচন হলে তাঁর পরাজয় অনিবার্য। এ কথা সবাই মানে, তিনি ক্ষমতায় টিকে আছেন শুধু চলমান যুদ্ধের কারণে। যুদ্ধ থামামাত্রই তাঁকে ক্ষমতা থেকে সরে যেতে হবে। ফলে আমেরিকান ধমক ও সমালোচনা সত্ত্বেও তিনি যেকোনো মূল্যে যত দিন সম্ভব যুদ্ধ চালিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর।

নেতানিয়াহুর এই ত্যাড়া ঘাড় মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের জন্য বড় রকমের ঝামেলা সৃষ্টি করেছে। তিনি এখন পর্যন্ত ইসরায়েলকে কার্যত কোনো শর্ত ছাড়াই গাজায় ফিলিস্তিনি জাতি হত্যায় সমর্থন দিয়ে গেছেন। ইসরায়েলে ও আমেরিকায় ইহুদিরা সে কারণে বাইডেনের কাছে কৃতজ্ঞ।

কিন্তু জাতি হত্যার খবর যত প্রচার পেয়েছে, আমেরিকার ভেতর মুসলিম ও প্রগতিশীল ডেমোক্র্যাট ভোটারদের মধ্যে বাইডেনের ইসরায়েল-তোষণ নীতি তত সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে। এ বছরের নভেম্বরে তাঁকে নির্বাচনে দাঁড়াতে হবে। এই নির্বাচনে তথাকথিত 'ব্যাটলগ্রাউন্ড স্টেটস'গুলোতে আরব ও মুসলমান ভোটাররা যদি বেঁকে বসেন, যার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে– নির্বাচনী বৈতরণি পার হওয়া বাইডেনের জন্য কঠিন হবে।

সে কারণেই তোড়জোড় শুরু হয়েছে নেতানিয়াহুকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে সাবেক যুদ্ধমন্ত্রী বেনি গানজকে তাঁর জায়গায় বসানো। মার্কিন সিনেটে ডেমোক্র্যাটদের নেতা সিনেটর চাক শুমার স্পষ্টভাবেই বলেছেন, শান্তির খাতিরে নেতানিয়াহুকে সরে যেতে হবে। বাইডেনের অনুমতি ছাড়া এ কথা তিনি বলেছেন মনে হয় না। সম্ভবত, যে কথা বাইডেন নিজে বলতে পারেননি, সে কথাই তিনি শুমারকে দিয়ে বলিয়েছেন। দুই সপ্তাহ আগে বেনি গানজ নেতানিয়াহুর নিষেধ অমান্য করে হোয়াইট হাউসে এসে বৈঠক করে গেছেন। অনুমান করি, পরবর্তী ইসরায়েলি সরকার নিয়েই তাঁরা কথা বলেছেন।

অন্যদিকে কাতার ও মিসরের মধ্যস্থতায় হামাস যুদ্ধবিরতি প্রশ্নে ইসরায়েলের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে। তারা গোঁ ধরে আছে, শুধু ছয় সপ্তাহের নয়, স্থায়ী যুদ্ধবিরতি কার্যকর করতে হবে এবং গাজা থেকে ইসরায়েলি সামরিক উপস্থিতি সরিয়ে নিতে হবে। পায়ের নিচে শেষ মাটিটুকু ধরে রাখতে এটি হামাসের শেষ চেষ্টা। বলা বাহুল্য, ইসরায়েল বা আমেরিকা কেউই হামাসের সে শর্ত মানতে প্রস্তুত নয়।

ঠিক কত দিন যুদ্ধবিরতি প্রশ্নে হামাস ও ইসরায়েলের এই দড়ি-টানাটানি চলবে, তা বলা মুশকিল। তবে গাজার ব্যাপারে 'টোকেন' একটা কিছু বাইডেন প্রশাসনকে করতেই হবে, এ কথায় কোনো ভুল নেই। সে কারণেই ত্রাণের নামে সমুদ্রসেতু বানানো হয়েছে, যার মাধ্যমে ত্রাণ বিতরণের চেষ্টা চলছে। ইসরায়েলি তল্লাশি ও তদারকি শেষে সে ত্রাণের খুব সামান্যই যথাসময়ে গাজাবাসীর হাতে পৌঁছাচ্ছে।

বিমান থেকে ত্রাণ বিতরণের একটি কর্মসূচিও হাতে নেওয়া হয়েছে। কত মানুষের হাতে পৌঁছেছে জানি না, তবে সে ত্রাণ কুড়াতে গিয়ে কয়েক ডজন গাজাবাসী হতাহত হয়েছে। একদিকে এই ত্রাণ তৎপরতা, অন্যদিকে ইসরায়েলি সেনাবাহিনীকে অস্ত্র ও গোলাবারুদ প্রেরণ, বাইডেন প্রশাসন দুটোই অব্যাহত রেখেছে।

জাতিসংঘ বলেছে, গাজা এখন মৃত্যুপুরী। আমাদের চোখের সামনে, যার যার বসার ঘরে টিভির পর্দায় পৃথিবীর মানুষের চোখের সামনেই কীভাবে এই মৃত্যুপুরী গড়ে উঠল, তা দেখেছে। ঠিক যেমন দেখেছে ইয়াজিন কাফারনেহর মৃত্যু। আরও অসংখ্য কাফারনেহ মৃত্যুর অপেক্ষায় রয়েছে।

রুশ কবি ইরিনা রাতুশিন্সকাইয়া রুশ কারাগারের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে লিখেছিলেন, এখানে আশার রং ধূসর। গাজায় আশার রং ধূসর নয়, ঘন তমসাময় কালো।

হাসান ফেরদৌস প্রাবন্ধিক ও কলাম লেখক

সৌ: প্র: আ:

লিওনিদ রাগোজিন

মস্কোয় হামলা পুতিনের আস্থায় বড় প্রভাব ফেলবে

মস্কোয় ক্রোকাস কনসার্ট হলে গত শুক্রবার সন্ত্রাসী হামলা হওয়ার পরদিনই প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন 'সন্ত্রাসীদের ও তাদের যারা মদদ দিয়েছে, তাদের সবাইকে খুঁজে বের করে সাজা দেওয়ার' প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কিছু পর্যবেক্ষক এটিকে ইতিহাসের পূর্ণাঙ্গ প্রত্যাবর্তন বলে মনে করছেন। কারণ, আবারও রাশিয়া একটি সর্বাত্মক যুদ্ধে জড়িয়েছে; আবারও দেশটি সন্ত্রাসী হামলার কবলে পড়েছে এবং আবারও পুতিন রাশিয়ার চালকের আসনে বসেছেন।

২০০০ সালে চেচনিয়ায় যুদ্ধ চলছিল এবং ওই বছর মস্কোয় বোমা হামলা হয়েছিল। সে বছরই পুতিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে ক্ষমতায় বসেছিলেন। তরুণ নেতা হিসেবে তিনি জাতিকে স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তা দেওয়ার নিশ্চয়তা দিয়েছিলেন। এবং প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তিনি কাজও করেছিলেন। পুতিন নৃশংস সামরিক শক্তি এবং রাজনৈতিক কৌশলের সমন্বয়ে দ্বিতীয় চেচেন যুদ্ধের অবসান ঘটাতে পেরেছিলেন। চেচনিয়ার বর্তমান শাসক রমজান কাদিরভের বাবা ও চেচেনদের একটি বড় অংশের ধর্মীয় নেতা আখমদ কাদিরভকে ওই সময় পুতিন গভর্নর পদে বসিয়ে চেচেনদের বিভক্ত করে ফেলতে সক্ষম হন। এর ফলে চেচেন বিদ্রোহ দমে যায় এবং সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডও কমে যায়। রাশিয়ায় সর্বশেষ বড় সন্ত্রাসী হামলা হয়েছিল ২০১১ সালে।

রুশ সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধে পুতিনের সাফল্যকে তাঁর অন্যতম অর্জন বলে ধরা হয় এবং তাঁর রাজনৈতিক দীর্ঘায়ুর অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবেও এটিকে মনে করা হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পরবর্তী এক দশকজুড়ে রাশিয়ায় অস্থিরতা ও বিশৃঙ্খলা ছিল। পুতিন গদিতে বসার পর তিনি রাশিয়াকে একটি ভারসাম্যমূলক ও স্থিতিশীল অবস্থায় নিয়ে আসেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর কৃতিত্ব ব্যাপকভাবে স্বীকারও করা হয়ে থাকে।

যে হুমকিতে আর কোনো দিন পড়তে হবে না বলে রাশিয়ার মানুষ আশা করছিল, ৩০ বছর পর আজ সেই হুমকিই ফিরে এসেছে। আজ সেই উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা রুশ সমাজে ছড়িয়ে পড়েছে এবং অনেক বয়স্ক হয়ে পড়া পুতিন সেই ৩০ বছর আগের মতোই এখনো নিরাপত্তা নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে যাচ্ছেন। অবশ্য এবার এই হামলার জন্য অনেকে তাঁকেও দায়ী

করছেন। এ কারণে এখন প্রশ্ন উঠছে, এখন কি তাঁকে আগের মতো বিশ্বাস করা হবে?

যুদ্ধ-পর্যবেক্ষণকারী কিছু ক্রেমলিনপন্থী ভাষ্যকার মস্কোয় হামলার জন্য আমেরিকার দিকে অভিযোগের আঙুল তুলেছেন এবং দাবি করেছেন, আফগানিস্তানে তালেবানকে দুর্বল করার জন্য আমেরিকা সেখানে আইএসকেপিকে মদদ দিয়ে যাচ্ছে। মস্কোর এই সর্বশেষ হামলাকে তাঁরা পুতিনের পাতানো হামলা বলে দাবি করছেন।

ক্রোকাস কনসার্ট হলে যে হামলা হয়েছে, আইএস তার দায় স্বীকার করেছে। এটি ইউক্রেনে রাশিয়ার নৃশংস আগ্রাসনের পটভূমিতে ঘটেছে। এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই, হামলার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পুতিন ও তাঁর নিরাপত্তা সংস্থাগুলো এর সঙ্গে ইউক্রেনকে জড়িয়ে ফেলেছে।

হামলাকারীদের মধ্য থেকে চারজন হুড়োহুড়ি করে পালানো লোকদের সঙ্গে মিশে গিয়ে পালিয়ে যাওয়ার পর ইউক্রেন সীমান্তের ১৪০ কিলোমিটার দূরবর্তী এলাকা থেকে তাঁদের পাকড়াও করা হয়।

এরপরই এই ঘটনার সঙ্গে ইউক্রেনের যোগসাজশ থাকার দাবি করে রাশিয়া। পুতিন নিজে দাবি করেছেন, হামলাকারীদের পালানোর জন্য ইউক্রেন তাদের সীমান্তে 'খোলা জানালা'র ব্যবস্থা রেখেছিল।

ইউক্রেন পুতিনের অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছে। যুক্তরাষ্ট্রও জোর দিয়ে বলেছে, এটি আইএসকের কাজ এবং তাতে ইউক্রেনের কোনো হাত নেই। যুক্তরাষ্ট্র বলেছে, এ ধরনের হামলা হতে পারে বলে তারা আগেই খবর পেয়েছিল এবং সে তথ্য তারা যুক্তরাষ্ট্রকেও দিয়েছিল।

ক্রেমলিনপন্থী যে সংবাদমাধ্যম ও পর্যবেক্ষকেরা মস্কোর সন্ত্রাসী হামলার সঙ্গে ইউক্রেনের যোগসাজশ পাচ্ছেন, তাঁরা ইউক্রেন-যুদ্ধকে সমর্থন করা ব্লগার মাকসিম ফোমিন (যিনি ভ্লাদলেন তাতারস্কি নামে বেশি পরিচিত) এবং কট্টর দক্ষিণপন্থী আলেকসান্দর দুগিনের মেয়ে দারিয়া দুগিনকে বোমা মেরে হত্যা করার পেছনে ইউক্রেনের হাত থাকার সন্দেহ করেন। এ ছাড়া অধিকৃত ক্রিমিয়ার সঙ্গে রাশিয়ার সংযোগ স্থাপন করা একটি সেতুও কিছুদিন আগে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

যুদ্ধ-পর্যবেক্ষণকারী কিছু ক্রেমলিনপন্থী ভাষ্যকার মস্কোয় হামলার জন্য আমেরিকার দিকে অভিযোগের আঙুল তুলেছেন এবং দাবি করেছেন, আফগানিস্তানে তালেবানকে দুর্বল করার জন্য আমেরিকা সেখানে আইএসকেপিকে মদদ দিয়ে যাচ্ছে। মস্কোর এই সর্বশেষ হামলাকে তাঁরা পুতিনের পাতানো হামলা বলে দাবি করছেন। হামলাকারী হিসেবে যাদের ধরা হয়েছে, তাদের রাশিয়ায় কাজের খোঁজে আসা ১৩ লাখ তাজিক শ্রমিকের মতোই সাধারণ প্রবাসী তাজিক নাগরিক বলে মনে হচ্ছে।

তদন্ত কর্মকর্তাদের ভাষ্যমতে, আটক ব্যক্তিদের একজন বলেছেন, একজন মুসলিম ধর্মীয় নেতার এক সহকারী তাঁকে পাঁচ হাজার ইউরোর বিনিময়ে ভাড়া করেছিলেন। তবে এসব স্বীকারোক্তি আদায়ের সময় তাঁদের ওপর নির্যাতন করা হয়েছে এবং একজনের কান কেটে ফেলা হয়েছে।

কথা হচ্ছে কারা তাদের ভাড়া করেছিলেন, তা বড় কথা নয়। বড় বিষয় হলো এই হামলার মূল লক্ষ্য ছিল রাশিয়ার জনগণের মনোবল ভেঙে দেওয়া। তাহলে কি এই ট্র্যাজেডি এড়াতে ব্যর্থ হওয়ার জন্য সবাই পুতিনকে দোষারোপ করতে পারেন? অনেকে হয়তো পারেন, কিন্তু রাশিয়ায় প্রকাশ্যে বসে নয়। তবে এই ঘটনায় পুতিনের ওপর যে জনগণের আস্থা কমবে, তা ধারণা করা যায়।

লিওনিদ রাগোজিন রিগাভিত্তিক একজন ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক

আল-জাজিরা থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে অনূদিত

প্রথম নজর

নদী হোক ভোটের ইস্যু, এই মর্মে গণস্বাক্ষর

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: আসন্ন লোকসভা ভোট। ইতিমধ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা শুরু করে দিয়েছেন ভোটের প্রচার। জেলার অন্যান্য নানান বিষয়ের পাশাপাশি এবারের লোকসভা ভোটের অন্যতম ইস্যু হোক নদী। এই মর্মে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার তরফে রবিবার স্বাক্ষর সংগ্রহ করা হয় জনসাধারণের।
উল্লেখ্য, পুনর্ভবা নদীতে আগের মতো জল নেই। নদীটির সংস্কার প্রয়োজন। পুনর্ভবা নদীকে কেন্দ্র করে ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক চুক্তি প্রয়োজন। প্রয়োজন পুনর্ভবা অ্যাকশন প্ল্যানের। এই মর্মে এদিন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর বাস স্ট্যান্ড এলাকায় স্বাক্ষর সংগ্রহ করা হয় জনসাধারণের। এদিনের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সম্পাদক তুহিন শুভ্র মণ্ডল। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দেবাশিস চাকী, প্রসেনজিৎ কর্মকার, জয়ন্ত দাস সহ আরো অনেকে।
জানা গিয়েছে, সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ, যুব প্রজন্মের প্রতিনিধি রাও এদিন স্বাক্ষর করেন নদীর জন্য। উদ্যোক্তার মধ্যে তুহিন শুভ্র মণ্ডল জানান ' নদীর কথা বলতে হবে বারবার। নদীর অধিকার তুলে ধরতেই এই কর্মসূচি। পুনর্ভবা,ব্রাহ্মণী, টাঙ্গন, শ্রীমতি নদী মরে যাচ্ছে। তাদের কথা ভোটপ্রার্থীরা বলুন এটা চাই। নদীর জন্য দায়বদ্ধতা চাই।

মহুয়াকে হারাতে বিজেপি ইডি সিবিআইকে লাগাচ্ছে: মমতা

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: সিরাজদৌলার বিরুদ্ধে লর্ড ক্লাইভের বন্ধু হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন বাংলাকে শেষ করার জন্য, সেই নামটাকে নিয়ে আসছেন। মোদি বাবু আপনি কি ইতিহাস ভুলে গেলেন? বিজেপি প্রার্থী অমৃতা রায় এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে কটাক্ষ করলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নির্বাচনে এই প্রথম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জনসভা শুরু করলেন। এদিন নদীয়ার ধুবুলিয়ায় স্পোর্টিং ক্লাবের মাঠে জনসভা করেন তিনি। এবারে লোকসভা নির্বাচনে কৃষ্ণনগর কেন্দ্রে আবারো প্রার্থী করা হয়েছে মহুয়া মৈত্রকে। কিছুদিন আগেই তার কার্যালয় এবং বাড়িতে তল্লাশি চালায় সিবিআই এর প্রতিনিধি দল। দিদি তাকে সমান পাঠিয়ে দিল্লিতে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেই নির্দেশ অমান্য করে হাজিরা দেননি তিনি। সে বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, অহেতুক আমাদের প্রার্থী মহুয়া মৈত্রকে হারানোর জন্য বিজেপি সু পরিকল্পিতভাবে কাজে লাগাচ্ছে ইডি সিবিআইকে। অন্যদিকে বিজেপি প্রার্থী করেছে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের বংশবধূ অমৃতা রায় কে। সে বিষয়ে তিনি বলেন, এখানে যিনি বিজেপিতে দাঁড়িয়েছেন ইংরেজদের আমলে যখন যুদ্ধ চলছিল তখন সিরাজদৌল্লাকে বাংলার লোক সমর্থন করে মীরজাফরকে করে না। সিরাজদৌলা ভালো কি খারাপ আমি সেসব নিয়ে আলোচনা করছি না। যে লোকটার লর্ড ক্লাইভের বন্ধু হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন বাংলার স্বাধীনতা খতম করার জন্য।, সেই নামটাকে নিয়ে এসে প্রচার করছেন। আপনি কি ইতিহাস ভুলে গেলেন মোদি বাবু? আবার বলছেন রাজমাতা। কোত্থেকে মাতা রাজ হলো ? সবাই রাজ মাতা, আমরা সবাই রাজা এই রাজার রাজত্বে। যারা যারা রাজা আছেন রাজ প্রাসাদে গিয়ে থাকুন। রাজপ্রাসাদে গিয়ে জনগণের ধর্ম পালন করুন। তবে মানুষের ধর্ম পালন করার জন্য মিথ্যার আশ্রয় নেবেন না। তাহলে কিন্তু ইতিহাসের পাতা উল্টাবো। আর ইতিহাসের পাতা উল্টালে জায়গা পাবেন না মানুষ ঘৃণা ভরে প্রত্যাখ্যান করবে । পাশাপাশি তিনি বলেন, আগে ইতিহাস জানতে হবে। বিজেপি প্রার্থী খুঁজে পাচ্ছে না। একটা এত বড় রাজনৈতিক দল শুধু ইডি আর সিবিআই করে, গরিব লোকের টাকা মারে, আবাস যোজনা থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রকল্পে টাকা দেয় না।

গরমে পায়ে হেঁটে প্রচার বিষ্ণুপুরের সিপিআইএম প্রার্থীর

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: পায়ে হেঁটে সকাল সকাল রবিবাসরীয় প্রচার সারছেন বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রের সিপিআইএম প্রার্থী শীতল কৈবর্ত । রবিবার ছুটির দিনে শাসক বিরোধী উভয়পক্ষ রবি বাসরীয় প্রচারে ঝড় তুলেছেন। কেউ কাউকে এক ইঞ্চি নির্বাচনী প্রচারে জমি ছাড়তে নারাজ। সে মতোই বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রের সিপিআইএম প্রার্থী শীতল কৈবর্ত পাত্রসায়ের ব্লকের নারায়ণপুর পঞ্চায়েতের বিভিন্ন প্রান্তে দলীয় কর্মী সমর্থকদের সাথে নিয়ে পায়ে হেঁটে রবিবাসরীয় প্রচার সারছেন । পাশাপাশি এলাকার সাধারণ মানুষদের সঙ্গে কথা বলে বিভিন্ন সমস্যার কথা জানছেন তিনি এবং আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে তাদের পাশে থাকার আহ্বান জানান । পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজ্যের শাসক দল এবং কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে তীব্র কটাক্ষ করেন শীতল কৈবর্ত।
তিনি বলেন, রাজ্যের শাসকদল এবং কেন্দ্রের বিজেপি দেশের মানুষের ক্ষতি করছে। এ রাজ্যের শাসক দলের বারো বছর এবং কেন্দ্রীয় বিজেপির দশ বছর মানুষ দেখেছে। এরা শুধু নিজেদের এবং কর্পোরেট সংস্থাগুলিকে নিয়ে ভাবছে এরা মানুষের কথা ভাবে না।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

আব্বাসী রহ. স্মরণে ঈসালে সওয়াব

নিজস্ব প্রতিবেদক ● ফুরফুরা

আপনজন: শনিবার ফুরফুরা শরীফের মোল্লাপাড়ায় সুফি পীর গোলাম সালমানী আব্বাসী রাহ এর স্মরণে ঈসালে সওয়াব, এফতার মজলিস, জামায়াতবদ্ধ ভাবে মাগরিবের নামাজ আদায়, তাবারুক বিতরণ, বিনামূল্যে ধর্মীয় কিতাব বন্টন করা হয়।
মুজাদ্দেদীয়া তরিকায় সমগ্র পীরদের নিয়ে ও শামসুল উলামা গোলাম সালমানী আব্বাসী রাহ -এর জীবন চরিত নিয়ে আলোচনা করেন, মুহাম্মদ নাসেরউদ্দিন আব্বাসী। ২০২৪ সালের সুফি পীর গোলাম সালমানী আব্বাসী স্মৃতি পুরস্কারে ভূষিত করা হয়, মাওলানা মুফতি হাসান সিদ্দিকী হুজুরকে। প্রায় ৪০০ রোজাদার,দ্বীন দরদী মুসলমান উপস্থিত ছিলেন।সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন, শামসুল উলামা গোলাম সালমানী আব্বাসী রাহ এর প্রপৌত্র মুহাম্মদ নাসেরউদ্দিন আব্বাসী।

বঙ্গীয় সাহিত্য অনুসন্ধান ট্রাস্টের ওয়েবিনার

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: বঙ্গীয় সাহিত্যিক অনুসন্ধান ট্রাস্টের মার্চ মাসের শেষ রবিবারের অনলাইন আড্ডার বিষয় ছিল, 'থিম জেলা : অবিভক্ত বর্ধমান'। অনুষ্ঠানটি দুপুর দুটো থেকে সাড়ে তিনটে পর্যন্ত চলেছে। অনুষ্ঠানটির সভামুখ্য ছিলেন ড. জাহির আব্বাস । অধ্যাপক আব্বাসের বক্তব্যে বর্ধমান জেলার প্রোথিতযশা কবি-সাহিত্যিকদের প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। 'জেলার ঐতিহ্য-সংস্কৃতি আলোকপাত' - এই বিষয় ভাবনায় কৃষিকেন্দ্রিক জীবনাচরণের লোকভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতিগত উপাদান বিশ্লেষণ করেন ইন্দাস মহাবিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক সেখ আসাদ আলি । 'জেলার স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সংগ্রামী' ভাবনার উপর বক্তব্য রাখেন সাংবাদিক সফিকুল ইসলাম মোল্লা (দুলাল) । ড. নূরুল ইসলাম মহাশয় বর্ধমান জেলার সম্প্রীতির ছবি তুলে ধরেন তাঁর বক্তব্যে। এছাড়াও আন্তর্জালিক এই অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে অনেক কবি সাহিত্যিকদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি চেতনাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ। বক্তব্যে স্বামীমা আসমান স্বরচিত কবিতা পাঠে ছিলেন সৈয়দ হাসনা আরা, মালদা থেকে উম্মে রুম্মান, বেনোজির আসরার,কবি ইজহারুল হক, জাহানারা বেগম। উপস্থিত শ্রোতাদের মুগ্ধ করেছে কামাল হোসেনের সুন্দর কণ্ঠে গজল ও গান। আসুরা বিবি ও মনোয়ারা খাতুনের কণ্ঠের গজল অন্যমাত্রা পেয়েছে। কবি সাহিত্যিকদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন ঔপন্যাসিক ড. নজরুল ইসলাম, অধ্যাপক তাজ উদ্দিন সাহেব, হাসানুজ্জামান, আজিজুল হক সাহেব থেকে শুরু করে সাহিত্য ও সংস্কৃতি চেতনাসম্পন্ন আরও অনেক ব্যক্তিবর্গ ও গবেষকগণ। উপস্থিত ছিলেন বঙ্গীয় সাহিত্যিক অনুসন্ধান ট্রাস্টের সম্পাদক রহুল আমিন, সভাপতি ড. রমজান আলি ।

আরপিএফ হারিয়ে যাওয়া ব্যাগ ফেরাল

মাফরুজা মোল্লা ● ক্যানিং

আপনজন: বেসরকারি হোটেল কাজ করতেন যুবক। প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র ব্যাগে নিয়ে বেরিয়েছিলেন চিকিৎসার জন্য। উত্তর ২৪ পরগনার অশোকনগর স্টেশন থেকে ডাউন বনগাঁ-ক্যানিং লোকালে চেপে বসেছিলেন সোনাই দাস নামে ওই যুবক। দমদম ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনে নেমে পড়েন। ট্রেন ছেড়ে যেতেই সম্বিত ফেরে যুবকের। বুঝতে পারেন প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সহ ব্যাগ ট্রেনের কামরায় থেকে গিয়েছে। ততক্ষনে প্রায় এক ঘন্টা সময় অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে। নিরুপায় হয়ে শিয়ালদহ স্টেশনে চলে আসেন ওই যুবক।হারিয়ে যাওয়া ব্যাগের বিবরণ জানিয়ে রেলপুলিশে অভিযোগ দায়ের করেন।
অভিযোগ পেয়েই তৎপরতার সাথে হারিয়ে যাওয়া ব্যাগের খোঁজ শুরু করেন আরপিএফ। শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার প্রান্তিক স্টেশন ক্যানিং থেকে ব্যাগ উদ্ধার করেন কর্তব্যরত আরপিএফ এর এএসআই এ কে রাম ও মহিলা হেড কনষ্টেবল স্বর্ণলতা বিশ্বাস। এরপর ওই যুবকের হাতে হারিয়ে যাওয়া ব্যাগ তুলে দেওয়া হয় আরপিএফের তরফ থেকে।

মায়ের মৃত্যুর ঘটনায় পুলিশে আটক ছেলে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: মায়ের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় পুলিশ আটক করলো ছেলেকে। হাওড়ার ডোমজুড়ের ঘটনায় চাঞ্চল্য। মায়ের কাছে টাকা দাবি করেছিলেন ছেলে। না দেওয়ায় মা'কে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ।
অনুমান, এরই জেরে অপমানে 'আত্মঘাতী' হন মা। তাঁর দেহ ঘর থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। আত্মীয়দের অভিযোগে আটক ছেলে। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার সকালে ডোমজুড় থানা এলাকার মাকড়দহ শ্রীমানী পাড়ায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আটক যুবক শ্রীমানী পাড়ার বাসিন্দা। অভিযোগ, প্রতিদিন নেশাদ্রব্য কেনার জন্য তিনি মায়ের কাছে টাকা দাবি করতেন।
শনিবার রাতে টাকা না দেওয়ায় মা ও ঠাকুমাকে শারীরিক নিগ্রহ করা হয়। এর জেরেই সম্ভবত অপমানে রবিবার সকালে মা সুতপা শ্রীমানী 'আত্মঘাতী' হন বলে অভিযোগ। সুতপা দেবীকে ঘর থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার করেছে পুলিশ। সুতপা দেবীর আত্মীয়দের অভিযোগের ভিত্তিতে ডোমজুড় থানার পুলিশ আটক করেছে ছেলেকে।

১৭ বছর ধরে নোংরা কম্বল গায়ে প্রৌঢ়

নাজিম আক্তার ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন:উস্কোখুস্কো চুল,গায়ে জড়ানো চিটচিটে নোংরা কম্বল। দীর্ঘ ১৭ বছর ধরে এই ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে বয়স ৫০ এর অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি।তবে এলাকার লোকজন তাকে পাগল বলে চিনে।স্থানীয় সূত্রে জানা যায়,দীর্ঘ ১৭ বছর ধরে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার ভবানীপুর ব্রিজ চত্বরে তাকে দেখা যায়।রাস্তার নোংরা আবর্জনা কুড়িয়ে একজায়গায় জমা করে।সকাল হতেই ভবানীপুর, বাংরুয়া,রাড়িয়াল ও সালালপুর সহ বিভিন্ন গ্রামে ঘুরে ঘুরে প্লাস্টিক ও কাগজ কুড়িয়ে আনে।সন্ধ্যা হতেই ব্রিজ চত্বরে কারো মুদির দোকানের সামনে বা কোনো হোটেলের বারান্দায় আশ্রয় নেয়।শীত,গ্রীষ্ম ও বর্ষা তার কাছে কোনো তফাত নেই।কখনো তাকে রাতে খোলা আকাশের নিচে শুয়ে থাকতে দেখে যায়। মাঝেমধ্যে তার হাতে নতুন টাকার বান্ডিল দেখা যায় বলে জানান স্থানীয়রা। অপরিচিত ব্যক্তির হাত থেকে সে কিছুই খায় না।স্থানীয় বাসিন্দা জামসেদ আলি বলেন,'ওই ব্যক্তির নাম কি?বাড়ি কোথায়?তা কেউ বলতে পারছে না। লোকেদের সঙ্গে কথাও বলে না। ফিসফিস করে বলে।

এবার কাটমানি চাওয়ার অভিযোগ উঠল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: ভাঙ্গন রোধের কাজে দালাল চক্রের অভিযোগ তুলে পুলিশ প্রশাসনের দ্বারস্থ হলো মাঝিরা। কাটমানি দিতে না পারায় স্থানীয় মাঝিদের সরিয়ে ঝাড়খণ্ডের মাঝিদের নিয়ে করা হচ্ছে কাজ বলে অভিযোগ মাঝিদের।এমন পরিস্থিতিতে মানিকচক থানার পুলিশের দ্বারস্থ হল মাঝিরা।মালদার মানিকচক ব্লকের নারায়ণপুর এলাকায় গঙ্গা নদীর পাড়ে ভাঙ্গন রোধের কাজ চলছে। রাজ্য সরকারের বরাদ্দ অর্থ প্রায় ৬ কোটি টাকা ব্যায়ে ভাঙ্গন রোধের কাজ চলছে। প্রায় ৪৬০ মিটার নদীপাড়ে বালির বস্তা দিয়ে কাজ করা হচ্ছে। এই কাজে মানিকচকের ৩০ জন মাঝি নিজেদের নৌকা নিয়ে চুক্তিভিত্তিতে কাজে যুক্ত হয়েছিলেন। চুক্তি হয়েছিল প্রতিদিন ১৮০০ বস্তা মাটি মেলার বদলে সাড়ে ছয় হাজার টাকা দেওয়া হবে। এই চুক্তিতে ১৫ দিন কাজও করেছেন মাঝিরা।তবে মাঝিদের অভিযোগ, দোল উৎসবের জন্য গত কয়েকদিন ধরে কাজ বন্ধ ছিল। তবে রবিবার সকাল থেকে কাজ শুরু হলেও এই সমস্ত মাঝিদের কাছ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ।
ঝাড়খণ্ডের মাঝিদের নিয়ে ভাঙ্গন রোধের কাজ শুরু হয়েছে। তবে মানিকচক এলাকার মাঝিদের আর কাজ দেওয়া হবে না বলে জানিয়েছে ঠিকাদার সংস্থা।
মাঝিদের অভিযোগ, ব্লক কংগ্রেস সভাপতি মতিউর রহমান সহ সেচ দপ্তরের সঙ্গে যুক্ত বেশ কিছু ব্যক্তি এই কাজের বদলে কাটমানি চেয়েছিল। সেটা দিতে না পারায় চুক্তি ভঙ্গ করে কাছ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে মাঝিদের।
ঝাড়খণ্ডের মাঝিদের নিয়ে কাজ করা হচ্ছে। এমন অবস্থায় সমস্ত মাঝিরা মানিকচক থানার পুলিশ প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়। প্রশাসন উপযুক্ত ব্যবস্থা করুক সে দাবি তুলেছেন মাঝিরা। এই প্রসঙ্গে মানিকচক ব্লক কংগ্রেস সভাপতি মতিউর রহমান বলেন, এই ধরণের অভিযোগ মিথ্যে ও ভিত্তিহীন। যদিও তিনি জানিয়েছেন তার বাড়ি হচ্ছে ভাঙ্গন কবলিত নদী তীরবর্তী এলাকায়। তাই স্থানীয় বাসিন্দা হিসাবে এই কাজ যাতে সঠিকভাবে হয় তার জন্য তিনি তদারকি করেছেন। কিন্তু এই ধরনের অভিযোগের কোন ভিত্তি নেই বলে দাবি করেছেন ব্লক কংগ্রেস সভাপতি।

এমভিও-র ইফতার বিলি

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বসিরহাট

আপনজন: বাদুড়িয়া, দেগঙ্গা ও হাড়োয়া থানার এলাকার মধ্যে বিধবা ও অসহায় বৃদ্ধদের বৃদ্ধা বাড়ি বাড়ি গিয়ে ইফতার সামগ্রী পৌঁছে দিল স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এমভিও। সংগঠনের পরিচালক হাফেজ রেজাউল ইসলাম আলিয়াভী সাহেব বলেন।
এই কাজ করে আমরা মনে খুব দেখতে পাই, ইতিপূর্বে আমরা পাগলদের খাইয়েছি এক মাস। বিধবা মহিলাদের দর্জি মেশিন, গাড়ি গরু, বা বিভিন্ন কর্মসূচি মধ্য দিয়ে তাদেরকে স্বাবলম্বী করে তুলতে চাই, তারা যাতে তাদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখাতে পারে। আর প্রতি রমজান মাসে এভাবে ইফতার দিয়েই থাকি।

শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের নিয়ে গণিত কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● ক্যানিং

আপনজন: প্রকৃতির সঙ্গে বিজ্ঞান এবং অঙ্কের নিবিড় যে যোগ, তা বারবার প্রমাণিত হয়েছে। আমরা গনিত ভুল করতে পারি কিন্তু প্রকৃতি তার গনিতে কখনও ভুল করে নি। আমরা ছোটবেলায় একে চন্দ্র, দুইয়ে পক্ষ শিখেছি। সেখান থেকেই আমাদের প্রকৃতির সাথে পরিচয়। প্রকৃতিতে বৃত্তাকার মে কোনো কিছুর দিকেই তাকালে দেখা যাবে, তার যে পরিসীমা এবং ব্যাস, এরা কী সুন্দর সম্পর্কে গাঁথা! সকল বৃত্তেরই এই আনুপাতিক হার একই, ২২:৭ উপরের কথাগুলো আজ বারবার উঠে আসছিল দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ক্যানিং-এ রায়বাঘিনি অঞ্চলে মুক্তি পরিচালিত ১১ টি সাপোর্ট স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঙ্গে সারাদিনের এক গণিত কর্মশালায়। আলোচনা করছিলেন গণিতের দুই বরিষ্ঠ শিক্ষক গৌরাঙ্গ সরখেল এবং নায়ীমুল হক। গল্পের ছলে প্রকৃতি থেকে নানা উপাদান নিয়ে কী করে ধীরে ধীরে অংকের মধ্যে প্রবেশ করা যায়, এমনকি ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে অ্যাবস্ট্রাক্ট বা বিমূর্ত ধারণা দেওয়া যায় তা নিয়েও আলোচনা করেন তাঁরা। হাতে কলমে গণিতের বিভিন্ন ধরনের মডেল এদিন নিজের হাতে তৈরিও করেন অংশগ্রহণকারী শিক্ষক-শিক্ষিকারা। শিক্ষার উৎকর্ষ সাধনে অনুসন্ধান কলকাতার নানা আয়োজনে মুক্তি সাপোর্ট স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা সহ ছাত্র-ছাত্রীরা সকলেই খুবই উপকৃত বলে জানান এদিন উপস্থিত সকলে।

গোবরডাঙ্গায় দিনভর নির্বাচনী প্রচারে বিশ্বজিৎ

এম মেহেদী সানি ● বনগাঁ

আপনজন: দিনভর গোবরডাঙ্গা পৌর এলাকায় নির্বাচনী প্রচার সারলেন বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী বিশ্বজিৎ দাস । গোবরডাঙ্গা পৌরসভার চেয়ারম্যান তৃণমূল নেতা শংকর দত্তের নেতৃত্বে এদিন গোবরডাঙ্গার অলিতে গলিতে, বাজার ঘাটে, রেল স্টেশনে, মন্দির মসজিদে বিপুল সংখ্যক তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের নিয়ে পরিক্রমা করেন। রবিবার ছুটির দিনে একেবারে সকালে গোবরডাঙ্গা কালিবাড়ি প্রসন্নময়ী কালী মন্দিরে পুজো দিয়ে এবং পাশে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর মূর্তিতে মাল্যদান করে প্রচার কর্মসূচি সূচনা করে বিশ্বজিৎ। কখনো হেঁটে, কখনো হুট খোলা গাড়িতে, কখনো পথসভায় , কখনো কর্মী সম্মেলনে উপস্থিত থেকে জনসংযোগের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়ে তৃণমূলে ভোট দেওয়ার আহ্বান করেন। তার বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে প্রায় প্রত্যেক জায়গায়ই শোনা যায় দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে কখনো দুর্নীতিকে পশ্রয় দেয়নি, মানুষকে ঠকাইনি, আপনারা আমার পাশে থাকুন, তৃণমূলকে ভোট দিন, জয়ী হয়ে কাজের মধ্যে দিয়ে আপনাদের ঋণ পরিশোধ করে দেব। সে সময় বর্তমান বিজেপি সাংসদ শান্তনু ঠাকুরের নামেও একাধিক অভিযোগ তুলে ধরেন। বিশ্বজিৎ দাস এদিন গোবরডাঙ্গা পৌর এলাকায় সাতটি কর্মী সম্মেলনে যোগ দেন। মোড়ে মোড়ে তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা পুষ্প বৃষ্টির মাধ্যমে বিশ্বজিৎ দাসকে অভ্যর্থনা জানান। বিশ্বজিৎ দাসকেও এদিন একেবারে অন্য মুডে দেখা যায়। ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের কর্মী সম্মেলন শেষ মধ্যাহ্নভোজনের সময় স্থানীয় কাউন্সিলর রত্না চৌধুরী এবং সংকর দাত্তের উপস্থিতিতে বিশ্বজিৎ দাস কে খাবার পরিবেশন করতেও দেখা যায়।

মেজ হুজুরের স্মরণে ইফতার মজলিশ

নুরুল ইসলাম খান ● ফুরফুরা

আপনজন: ফুরফুরায় ঈসালে সওয়াব অনুষ্ঠিত হয় রবিবার। হযরত পীর মেজ হুজুর ও তাঁর স্ত্রীর স্মরণে এই মাহফিল বহুবছর ধরে পালিত হয়। পাশাপাশি পীর আল্লামা সাইফুদ্দিন সিদ্দিকী হুজুর ও পীর আল্লামা নুরুদ্দিন সিদ্দিকী সহ প্রয়াত অনেকের নামে এই দোয়ার মজলিস অনুষ্ঠিত হয়। পীরজাদা মাওলানা ইমরান সিদ্দিকী, পীরজাদা মাওলানা মেহরাব সিদ্দিকী সাহেব ওয়াজ নসিহত করেন।দোয়া করেন পীরজাদা মাওলানা মিনহাজ উদ্দিন সিদ্দিকী। মাওলানা আজমাতুল্লা সিদ্দিকী, মাওলানা সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন সহ অসংখ্য পীরসাহেব গনেরা উপস্থিত ছিলেন। ইফতারের পূর্বে দোয়া চাওয়া হয় সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের জন্য।

পাঁচলায় ইফতার মজলিশে প্রার্থী প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়

সুরজীৎ আদক ● পাঁচলা

আপনজন: রবিবার ছুটির দিনে পাঁচলা বিধানসভা কেন্দ্রের বেলডুবি অঞ্চলের কুলাই সেখপাড়ায় ফুটবল সম্রাট তথা আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে হাওড়া সদর জেলার তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় জনসংযোগ করার পাশাপাশি জনতার অনুরোধে ফুটবলে স্কিল করে বুঝিয়ে দিলেন তিনি এখনও মাঠের সম্রাটই রয়েছেন। এদিন প্রসূনবাবু বেলডুবি এলাকায় জনসংযোগ করার সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন বেলডুবি অঞ্চলের তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি গুরুদাস চ্যাটার্জি ও পঞ্চায়েত প্রধান শেখ রুহুল আমীন উপস্থিত ছিলেন। এরপর এদিন পাঁচলা কেন্দ্রের বিধায়ক গুলশান মল্লিকের উদ্যোগে এবং পাঁচলা কেন্দ্র তৃণমূল কংগ্রেসের আয়োজনে শুভরআড়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় প্রায় সাড়ে তিন হাজার ধর্মপ্রাণ মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষের উপস্থিতিতে এক বিরাট ইফতার মজলিসের আয়োজন করা হয়।যেখানে দলের প্রার্থী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন,পাঁচলা কেন্দ্রের বিধায়ক গুলশান মল্লিক,হাওড়া জেলা পরিষদের সদস্য শেখ আলকাস মুরসেদ,পাঁচলা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ডাঃ আবুবক্কর মল্লিক,বিশিষ্ট সমাজসেবী মেহেবুব আলম,লাল্টু হাউলি প্রমুখ।

কড়িধ্যায় নয়া নৈতিক শিক্ষা কেন্দ্র

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: সিউড়ি এক নম্বর ব্লকের অন্তর্গত কড়িধ্যা পাঠশালায় আধ্যাত্মিক চর্চা কেন্দ্রের উদ্যোগে এক মহতী সভা অনুষ্ঠান হয়ে গেলো সাড়ম্বরে।অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সুনীল কুমার সেন।প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দৈনিক কিরণমালা পত্রিকার সম্পাদক নিশির কুমার হাজরা ও বীরভূমের বিশিষ্ট সাংবাদিক সনাতন সৌ।আধ্যাত্মিক চর্চা কেন্দ্রের পক্ষ থেকে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথিকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। অনুষ্ঠান শুরু হয় ওঁম বর্ধমান নমঃ উচ্চারণের মধ্যে দিয়ে। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন শিল্পী প্রণব মুখার্জি। শিশুদের শারীরিক, মানসিক বিকাশ ও আধ্যাত্মিক চেতনা বোধ জাগ্রত করতে একটি আদর্শ নৈতিক শিক্ষা কেন্দ্র আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন দৈনিক কিরণমালা পত্রিকার সম্পাদক নিশির কুমার হাজরা। ১০৮ টি প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করা হয়। বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ ও বীর সেনানায়ক সুভাষ চন্দ্র বসুর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।আধ্যাত্মিক চেতনাবোধ ও সাহিত্য ভাবনা নিয়ে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সিটি-আর্সেনাল ড্র, লিভারপুল প্রিমিয়ার লিগের শীর্ষে

আপনজন ডেস্ক: ম্যানচেস্টার সিটি ০: ০ আর্সেনাল
আর্সেনালের প্রতিপক্ষ ম্যানচেস্টার সিটি। ম্যানচেস্টার সিটির প্রতিপক্ষ আর্সেনাল। কিন্তু আজ ইতিহাদে অদৃশ্য উপস্থিতি ছিল আরেকটি পক্ষেরও। সেই পক্ষটি লিভারপুল। সিটি-আর্সেনালের প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচটি গোলশূন্য ড্র হওয়াতে যে ‘জয়’ পেল ইয়ুর্গেন ক্লপের দলই। আজই ব্রাইটনকে হারিয়ে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে ওঠা লিভারপুল যে শীর্ষে জাঁকিয়ে বসার সুযোগ পেল। ২৯ ম্যাচ শেষে লিভারপুলের পয়েন্ট ৬৭। সমান ম্যাচে ৬৫ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে আর্সেনাল, তিনে থাকা সিটির পয়েন্ট ৬৪। এই ম্যাচটা জিতলেই পয়েন্ট তালিকার শীর্ষস্থানটা ফিরে পেত আর্সেনাল। সিটির অবশ্য সেই সুযোগ ছিল না। জিতলে আর্সেনালকে সরিয়ে দুইয়ে উঠত গার্দিওলার দল। কিন্তু শিরোপা লড়াইয়ে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী দুই দলের লড়াইয়ে আলাদা করা গেল না কাউকে।
ফুটবল গোলই সব। সেই গোলের হিসাবে সমতা থাকলেও বলের দখলে আর্সেনালের চেয়ে যোজন ব্যবধানে এগিয়ে ছিল সিটি। ৭২ শতাংশ বলের দখল রাখাটা অবশ্য শুধু পরিসংখ্যানই হয়ে রইল। গোলের খেলায় গোলই যে পেল না সিটি।
ম্যাচের প্রথমার্ধে অবশ্য গোলের কাছাকাছি গিয়েছিল আর্সেনাল। দলটির ব্রাজিলিয়ান স্ট্রাইকার গ্যাব্রিয়েল জেসুস দুবার গোলের সুযোগ পেয়েছিলেন। কিন্তু দুবার বাইরে মেরে সেই সুযোগ নষ্ট করেছেন। সুযোগ পেয়েছিল সিটিও। তবে নাথান আকে হারিয়েছেন সেই সুযোগ।
দ্বিতীয়ার্ধে আর্সেনালের অর্ধেই বল ঘোরাঘুরি করেছে বেশি। তবে সিটি তেমন পরিষ্কার কোনো সুযোগ তৈরি করতে পারেনি। তবে রক্ষণে ‘বাস পার্ক’ করিয়ে রাখা গানাররা পাল্টা এক আক্রমণে গোল করার কাছাকাছি চলে গিয়েছিল। ম্যাচের শেষ দিকে লিয়ান্দ্রো তোসার বাঁ পাশ থেকে শট নিয়েছিলেন সিটির গোলে। সিটি গোলরক্ষক স্টেফান ওর্তেগার সেটি ফেরাতে অবশ্য বেশি কষ্ট করতে হয়নি।
ড্র করে শীর্ষে ফেরার সুযোগ হারালেও আর্সেনাল খুশি মনেই বাড়ি ফিরছে। যে আর্সেনাল এবার বিনোদনদায়ী ফুটবল খেলে গোলের পর গোল করেছে, সিটির মাঠে আজে সেই আর্সেনাল ছিল না। বরং মিকেল আরতেতা ‘গুরু’ গার্দিওলার দলের বিপক্ষে রক্ষণকেই প্রাধান্য দিয়ে নিজেদের অর্ধে খেলাটিকে রেখেছেন। শক্তিশালী সিটির মাঠ থেকে ১ পয়েন্ট নিয়ে বাড়ি ফিরতে পেরেই খুশি দলটি। ওই ১টি পয়েন্টই যে শিরোপা নির্ধারণে বড় ভূমিকা রাখতে পারে।

হেড-কামিন্সরা ‘ফ্লপ’ হওয়ায় গুজরাত হারাল হায়দরাবাদকে

আপনজন ডেস্ক: নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামের দিনটি ট্রাভিস হেড-প্যাট কামিন্সরা কখনোই ভুলবেন না।
গত ১৯ নভেম্বর আহমেদাবাদের এই মাঠে ভারতকে হারিয়ে ষষ্ঠ বিশ্বকাপ জিতেছিল অস্ট্রেলিয়া; যে জয়ে বল হাতে ভারতকে আটকে রাখার কাজটি করেছিলেন কামিন্স, আর রান তাড়ায় সেঞ্চুরি করে ম্যাচসেরা হয়েছিলেন হেড।
প্রায় সাড়ে চার মাস পর আজ সেই মাঠেই সানরাইজার্স হায়দরাবাদের হয়ে খেললেন হেড-কামিন্সরা। প্রতিপক্ষ গুজরাট টাইটানস। তবে এ যাত্রায় দুই অস্ট্রেলীয় হাসি নিয়ে মাঠ ছাড়তে পারেননি।
আগের ম্যাচে আইপিএল রেকর্ড ২৭৭ রান করা হায়দরাবাদ ভালো খেলেনি দল হিসেবে। কামিন্সদের দলকে ১৬২ রানে আটকে দিয়ে ৭ উইকেটের বড় ব্যবধানে জিতেছে গুজরাট টাইটানস।
বিশ্বকাপ ফাইনালে ১৩৭ রানের ইনিংস খেলেছিলেন হেড। তবে গুজরাটের বিপক্ষে থেমে গেছেন ১৪ বলে ১৯ রান করেই। হায়দরাবাদের হয়ে আগের দুই ম্যাচেই ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে ফিফটি করা হাইনরিখ ক্লাসেনও খুব বেশি সময় টিকতে পারেননি। ১৪ বলের ইনিংসে ২ ছয় ১ চারে ২৪ রান তুলে বোল্ড হন রশিদ খানের বলে। হায়দরাবাদের হয়ে বড় রানের ইনিংস খেলতে পারেননি আসলে কেউই। সর্বোচ্চ ২৯ রানের ইনিংস জিতেশ শর্মা ও আবদুল সামাদের। ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ১৬২ রানে থামে হায়দরাবাদ। গুজরাটের হয়ে ৪ ওভারে ২৫ রানে ৩ উইকেট নেন মোহিত শর্মা।
হায়দরাবাদের হয়ে বড় রানের ইনিংস খেলতে পারেননি আসলে কেউই।
সর্বোচ্চ ২৯ রানের ইনিংস জিতেশ শর্মা ও আবদুল সামাদের। ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ১৬২ রানে থামে হায়দরাবাদ। গুজরাটের হয়ে ৪ ওভারে ২৫ রানে ৩ উইকেট নেন মোহিত শর্মা।

এবারের আইপিএলে খেলা হচ্ছে না শ্রীলঙ্কার হাসারাঙ্গার

আপনজন ডেস্ক: অবসর ভেঙে টেস্ট দলে ফিরলেও আইসিসির দেওয়া নিষেধাজ্ঞার কারণে খেলতে পারছেন না শ্রীলঙ্কার টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা। শাস্তিটা শুধুই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে হওয়ায় আইপিএলে খেলতে কোনো বাধা ছিল না।
কিন্তু বাঁ পায়ের গোড়ালির চোটে পড়ায় আইপিএল থেকে ছিটকেই গেলেন হাসারাঙ্গা। শ্রীলঙ্কার সংবাদমাধ্যম ‘সানডে টাইমস’কে গতকাল বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটের (এসএলসি) প্রধান নির্বাহী অ্যাশলে ডি সিলভা।
ভিত্তিমূল্য ১ কোটি ৫০ লাখ টাকাতে হাসারাঙ্গাকে কিনেছিল সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। দলটি আজ নিজেদের তৃতীয় ম্যাচ খেলতে নামলেও ২৬ বছর বয়সী এই স্পিন অলরাউন্ডার এখনো ভারতে যাননি।
নিলামে প্রত্যাশার চেয়ে কম দামে বিক্রি হওয়ায় এবারের আইপিএল থেকে বেশ কজন বিদেশি ক্রিকেটার নিজেদের সরিয়ে নিয়েছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। ২০২২ সালে হাসারাঙ্গাকে ১০ কোটি ৭৫ লাখ টাকায় কিনেছিল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। দলটি গত বছর তাঁকে ছেড়ে দিলে এবার অনেকটা সস্তা দামেই পেয়ে যায় হায়দরাবাদ।
অনেকে ধারণা করেছিলেন, হাসারাঙ্গাও হয়তো প্রত্যাশা অনুযায়ী দাম না পাওয়ায় নিজেকে সরিয়ে নিচ্ছেন।
কিন্তু আসল কারণটা জানিয়েছেন এলএসসি প্রধান নির্বাহী ডি সিলভা।
‘সানডে টাইমস’কে তিনি বলেছেন, ‘এবারের আইপিএলে সে (হাসারাঙ্গা) অংশ নিচ্ছে না। চিকিৎসকের সঙ্গে দেখা করার পর ওকে জানানো হয়েছে কিছুদিন পুনর্বাসনে থাকতে হবে। ওর গোড়ালিতে ফোলা ভাব আছে।’
ক্রিকেট বিষয়ক ওয়েবসাইট ইএসপিএন ক্রিকইনফো কদিন আগে জানিয়েছিল, ব্যথানাশক ইনজেকশন নিয়েই বাংলাদেশ সফরে টি-টোয়েন্টি ও ওয়ানডে সিরিজ খেলে গেছেন হাসরাঙ্গা। ‘সানডে টাইমস’কেও সেই কথা জানিয়েছেন ডি সিলভা, ‘সে ইনজেকশন নিয়ে খেলে যাচ্ছিল। তবে (টি-টোয়েন্টি) বিশ্বকাপের আগেই সে পুরোপুরি সেরে উঠতে চায়। তাই এবার আইপিএল খেলবে না বলে আমাদের জানিয়েছে।’
শ্রীলঙ্কার আরেক সংবাদমাধ্যম ‘নিউজওয়্যার’ জানিয়েছে, গোড়ালির চিকিৎসা করাতে হাসারাঙ্গা শিগগিরই দুবাইয়ে যাবেন। তবে আইপিএলে তাঁর না খেলা নিয়ে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ এখনো কিছু জানায়নি।

সুয়ারেজ গোল করেও জেতাতে পারলেন না মেসিবিহীন মায়ামিকে

আপনজন ডেস্ক: চোটের কারণে লিওনেল মেসি নেই ইন্টার মায়ামি দলে। আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক দলটির জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ, তাঁকে ছাড়া খেলা প্রতিটা ম্যাচেই তা টের পাচ্ছে মায়ামি। তাঁকে ছাড়া মেজর লিগ সকারে আজ নিউইয়র্ক সিটি এফসিসহ ৪টি ম্যাচ খেলেছে জেরার্দো মার্তিনোর দল। এর মধ্যে হেরেছে দুটি, একটিতে জয় পেয়েছে আর একটি করেছে ড্র। মেসিবিহীন মায়ামি যে একটি ম্যাচে জয় পেয়েছে, ডিসি ইউনাইটেডের বিপক্ষে সেই ম্যাচে জোড়া গোল করেছিলেন লুইস সুয়ারেজ। উরুগুইয়ান তারকা গোল পেয়েছেন আজও। এরপরও অবশ্য জিততে পারেনি মায়ামি।
মেজর লিগ সকারে আজ নিউইয়র্ক সিটির বিপক্ষে সুয়ারেজের গোলে এগিয়ে যাওয়ার পরও ১-১ গোলের সমতা নিয়ে মাঠ ছেড়েছে ফ্লোরিডার দলটি। বার্সেলোনা ও লিভারপুলের সাবেক স্ট্রাইকার সুয়ারেজ মায়ামিকে এগিয়ে দেওয়া গোলটি করেছেন ১৫ মিনিটে। জুলিয়ান গ্রেসেলের মাপা ফ্রি-কিকে বক্স থেকে নেওয়া দুর্দান্ত এক হেডে গোলটি করেছেন সুয়ারেজ। কিন্তু ৩৪ মিনিটে নিউইয়র্ক সিটির কোস্টারিকান ফরোয়ার্ড আলোনসো মার্তিনেজ সেই গোল শোধ করে দেন।
মেজর লিগ সকারে নিজেদের আগের ম্যাচেই নিউইয়র্ক রেড বুলসের কাছে ৪-০ গোলে উড়ে যাওয়া মায়ামি পিছিয়ে পড়ার পর আক্রমণের গতি বাড়ায়। বেশ কিছু ভালো আক্রমণও করে তারা। কিন্তু নিউইয়র্ক সিটির আমেরিকান গোলকিপার ম্যাথু ফ্রিসের অসাধারণ পারফরম্যান্সের কারণে গোল পায়নি তারা। ফ্রিসের দুর্দান্ত সব সেভগুলোর মধ্যমণি হয়ে থাকবে ৮০ মিনিটে সুয়ারেজকে গোলবঞ্চিত করা।
উরুগুইয়ান স্ট্রাইকারের নেওয়া অসাধারণ শট এক হাতে ফিরিয়ে দেন তিনি। এই ড্রয়ের পর ৭ ম্যাচে ১১ পয়েন্ট নিয়ে এমএলএসের ইস্টার্ন কনফারেন্সের দ্বিতীয় স্থানে আছে মায়ামি। দুই কনফারেন্স মিলিয়েও একই অবস্থানে মার্তিনোর দল।
দিনের আরেক ম্যাচে শার্লটের মাঠ থেকে ১-১ গোলে ড্র নিয়ে ফেরা সিনসিনাটি আছে এমএলএসের পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে। ৬ ম্যাচ খেলে দলটির পয়েন্ট ১২।

বাবর আজমই ফের পাক অধিনায়ক

আপনজন ডেস্ক: অবশেষে গুঞ্জনটাই সত্যি হলো। পাকিস্তানের অধিনায়ক হিসেবে ফিরেছেন বাবর আজম। আজ পিসিবি জানিয়েছে, দেশটির ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি দলের নেতৃত্বে থাকবেন তিনি। গত ওয়ানডে বিশ্বকাপের পর তিন সংস্করণের নেতৃত্ব থেকে অনেকটা বাধ্য হয়ে সরে দাঁড়িয়েছিলেন বাবর।
এরপর ঘটা করে টেস্টে শান মাসুদ ও টি-টোয়েন্টিতে নেতৃত্ব দেওয়া হয়েছিল শাহিন শাহ আফ্রিদিকে। আফ্রিদিকে টি-টোয়েন্টির নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ, বাবরের নেতৃত্বেই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলবে পাকিস্তান। টেস্ট অধিনায়ক হিসেবে টিকে গেছেন মাসুদ। এখন পর্যন্ত আফ্রিদির অধীনে পাকিস্তান খেলেছে মাত্র একটি টি-টোয়েন্টি সিরিজ। এ বছরের জানুয়ারিতে নিউজিল্যান্ডের কাছে সেই সিরিজে ৪-১ ব্যবধানে হেরেছে পাকিস্তান। পাকিস্তান দলে আফ্রিদির অধিনায়কত্ব নিয়ে শঙ্কা জাগে পিএসএলের এবারের মৌসুমে। তাঁর নেতৃত্বে লাহোর কালান্দার্স আগের দুবার চ্যাম্পিয়ন হলেও এ মৌসুমে ছিল সবার শেষে। এ মৌসুমে খেলা ৮ ম্যাচে লাহোর জিতেছে মাত্র ১টি ম্যাচ।

রোনাল্ডোর ৬৪তম হ্যাটট্রিকে দুর্দান্ত আল নাসর

আপনজন ডেস্ক: আন্তর্জাতিক বিরতিতে একটি ম্যাচ খেলেছিলেন ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো। সেই ম্যাচে স্লোভেনিয়ার বিপক্ষে ২-০ গোলে হেরেছিল পর্তুগাল। দলের হারের পর সমালোচনার কেন্দ্রে ছিলেন আল নাসর তারকা। এমনকি রোনাল্ডো থাকলে দলের ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার অভিযোগও এনেছিলেন অনেকে।
এমন সমালোচনাই যেন তাতিয়ে দিয়েছিল রোনাল্ডোকে। আর তাঁর তেতে থাকার পুরো ঝড়টা গেল সৌদি লিগের অবনমন অঞ্চলের দল আল তাইয়ের ওপর।
রোনাল্ডোর দুর্দান্ত এক হ্যাটট্রিকে আল নাসরের কাছে আল তাই উড়ে গেছে ৫-১ গোলে। সব ধরনের প্রতিযোগিতা মিলিয়ে এটি রোনাল্ডোর ক্যারিয়ারে ৬৪ তম হ্যাটট্রিক।
তিনটি গোলই তিনি করেছেন ম্যাচের দ্বিতীয়ার্ধে। নিজেদের মাঠে ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ছিল আল নাসর। তবে ম্যাচের প্রথম দিকে স্বাগতিকদের আক্রমণগুলো ভালোই সামলে নিয়েছিল আল তাই। এর মধ্যেই অবশ্য ২০ মিনিটে ওতাভিওর গোলে এগিয়ে যায় আল নাসর। বক্সের বাইরে থেকে দূরের পোস্টে শট নিয়ে লক্ষ্যভেদ করেন এই পর্তুগিজ তারকা।
২ মিনিট পরই অবশ্য সমতা ফেরায় অতিথিরা। আল তাইর গোলটাও ছিল বক্সের বাইরে থেকে নেওয়া শটে। তবে ৩৬ মিনিটে দলের মূল স্ট্রাইকার এবং গোলদাতা ভার্জিল মিসিজান লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়লে বড় ধাক্কা খায় আল তাই। এই ধাক্কা সামলে আর ম্যাচে ফিরতে পারেনি তারা। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে আল নাসরের হয়ে ব্যবধান ২-১ করেন আবু ঘারিব।
বিরতির পর ম্যাচের ৬৪ মিনিটে দারুণ এক ভলিতে নিজের প্রথম গোল করেন রোনাল্ডো। তিন মিনিট পর আদায় করে নেন নিজের দ্বিতীয় গোল। হ্যাটট্রিক গোলটি আসে ম্যাচের ৮৭ মিনিটে। ডান প্রান্ত দিয়ে গড়ে ওঠা আক্রমণ থেকে বল পেয়ে সহজেই লক্ষ্যভেদ করে মৌসুমে নিজের ৩৩ তম গোলটি করেন সাবেক রিয়াল মাদ্রিদ তারকা। লিগে ২৩ ম্যাচে রোনাল্ডোর ২৬ তম গোল এটি। এ জয়ের পরও লিগের পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে থাকা আল হিলালের চেয়ে ১২ পয়েন্টে পিছিয়ে আল নাসর। ২৫ ম্যাচে আল হিলালের পয়েন্ট ৭১। ৫৯ পয়েন্ট নিয়ে আল নাসর আছে দুইয়ে।
দুর্দান্ত এই হ্যাটট্রিকের পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ম্যাচের একাধিক ছবি পোস্ট করেছেন রোনাল্ডো। নিজের এবং দলের উদ্যাপনের এসব ছবি দিয়ে লিখেছেন লিখেছেন, ‘এভাবেই আমরা কাজটা করি। অসাধারণ জয় এবং আরও একটি হ্যাটট্রিক।’

মায়াঙ্কের গতি হার মানাল পাঞ্জাবকে

আপনজন ডেস্ক: লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টসের ১৯৯ রান তাড়া করতে নেমে ১০ ওভারেই ৯৮ রান তুলে ফেললেন শিখর ধাওয়ান-জনি বেয়ারস্টো। পাঞ্জাব কিংস ওপেনারদের তখনো অনুমান করার কথা নয়, পরের কয়েক ওভারে অচেনা এক তরুণ কীভাবে তাঁদের জয়ের পথ থেকে ছিটকে ফেলবেন আজ লক্ষ্ণৌর একানা স্টেডিয়ামে ধাওয়ানের দলকে সত্যিকার অর্থেই ম্যাচ থেকে ছিটকে দিয়েছেন মায়াঙ্ক যাদব নামের সেই তরুণ। ২১ বছর বয়সী এই ডানহাতি পেসার আজই আইপিএলে নিজের প্রথম ম্যাচ খেলতে নেমেছেন। আর নেমেই গতিতে রীতিমতো ভড়কে দিয়েছেন ধাওয়ানদের। গড়েছেন এবারের আসরের সবচেয়ে গতিময় বলের রেকর্ড। নিয়েছেন উইকেটও পাঞ্জাবের বিপক্ষে লক্ষ্ণৌর ২১ রানের জয়ে ৩ উইকেট নিয়ে ম্যাচসেরাও মায়াঙ্কও। অচেনা একজন হয়ে মাঠে নেমে প্রথম ম্যাচেই যিনি নিজেকে চিনিয়েছেন গতিময় বোলার হিসেবে। মায়াঙ্ক প্রথম বল হাতে নেন পাঞ্জাবের ইনিংসের দশম ওভারে। প্রথম তিন ডেলিভারির তিনটিই ছিল ঘণ্টায় ১৪৫ কিলোমিটার গতির বেশি, তৃতীয়টি ১৫০! গতিতে ঝড় তুললেও বেয়ারস্টো আর ধাওয়ান একটি করে চার তুলে নেন ওই ওভার থেকে। তবে নিজের দ্বিতীয় ওভারে ফিরেছেন আরও বেশি গতি নিয়ে। ধাওয়ানকে করা প্রথম বলেই ঘণ্টায় ১৫৫.৮ কিলোমিটার গতি। এবারের আইপিএলে যা সর্বোচ্চ। ওই ওভারেই মায়াঙ্ককে পুল করতে গিয়ে টাইমিংয়ের গড়বড়ে ক্যাচ তোলেন বেয়ারস্টো (২৯ বলে ৪২)। পরে তৃতীয় ওভারে এসে শর্ট বলে ক্যাচ বানিয়ে ফেরান প্রভসিমরানকে (৭ বলে ১৯)। উইকেটহীন থাকেনি চতুর্থ ওভারও। জিতেশ শর্মা নাভিন উল হকের ক্যাচ বানিয়ে নেন নিজের তৃতীয় উইকেট। বিনা উইকেটে ১০২ থেকে পাঞ্জাবের স্কোর পরিণত হয় ৩ উইকেটে ১৩৯ রানে। প্রথম ওভারে ১০ রান দিয়ে ফেলা মায়াঙ্ক ৪ ওভারের কোটা শেষ করেন ২৭ রানে ৩ উইকেটে! ম্যাচে এখানেই ফসকে ফেলে পাঞ্জাব, নিয়ন্ত্রণ নেয় লক্ষ্ণৌ। ধাওয়ানের ৫০ বলে ৭০ আর শেষ দিকে লিয়াম লিভিংস্টোনের ১৭ বলে ২৮ রানের পরও তাই ২১ রানের সহজ জয়ই পেয়েছে লক্ষ্ণৌ। গতিতে ঝড় তোলার পাশাপাশি মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া উইকেট শিকারের সুবাদে ম্যাচসেরার স্বীকৃতি উঠেছে মায়াঙ্কের হাতেই। ম্যাচ শেষে অভিষিক্ত মায়াঙ্কের বোলিংয়ের প্রশংসা করে পাঞ্জাব অধিনায়ক ধাওয়ান বলেন, ‘ওর গতিতে বিস্মিত হয়েছি। চেয়েছিলাম ওর গতিটা কাজে লাগিয়ে ব্যাট করতে। কিন্তু সে বাউন্সার আর ইয়র্কারও করেছে।’ ২০২২ সালে নিলামে ২০ লাখ মূল্যে লক্ষ্ণৌতে বিক্রি হলেও সে বছর কোনো ম্যাচ খেলতে পারেননি মায়াঙ্ক। গত বছর খেলতে পারেননি প্রথম ম্যাচের আগে প্রস্তুতিতে চোট পেয়ে ছিটকে গেলে। এবার তৃতীয় আসরে সুযোগ পেয়ে নিজেকে চেনাতে সময় নিলেন মাত্র একটাই ম্যাচ!

রিয়ালের সঙ্গে ব্যবধান কমাল বার্সা

আপনজন ডেস্ক: ম্যাচের বেশির ভাগ সময় ১০ জন নিয়ে খেলেছে লাস পালমাস। একজন বেশি নিয়ে খেলেও জিততে গলদঘর্ম অবস্থা বার্সেলোনার। রাফিনহার গোলে শেষ পর্যন্ত ১-০ গোলের জয় নিয়ে মাঠ ছেড়েছে জাভি এর্নান্দেসের দল।
খেলার ২৪ মিনিটে আলভারো ভ্যালেস লালকার্ড দেখলে ১০ জনে পরিণত হয় লাস পালমাস। ম্যাচের বাকি সময় ১০ জনে খেলেও একটিমাত্র গোল হজম করেছে তারা। খেলার ৫৯ মিনিটে ম্যাচের একমাত্র গোলটি করেন রাফিনহা। লা লিগায় সর্বশেষ ৯ ম্যাচে এ নিয়ে সপ্তম জয় পেল কাতালানরা। লিগে টানা পাঁচ ম্যাচে গোল খেলো না জাভি এর্নান্দেসের দল। ২০২২ সালের আগস্ট ও অক্টোবরে টানা ছয় ম্যাচে ক্লিন শিট থাকার পর যা বার্সেলোনার প্রথম।
জিতে মাঠ ছাড়লেও ব্যবধান আরো বাড়িয়ে নিতে না পারার আক্ষেপ কোচ জাভির কণ্ঠে, ‘আমাদের আরো বড় ব্যবধানে জেতা উচিত ছিল। ম্যাচটা শেষ করার মতো পরিষ্কার সুযোগ তৈরি করেছিলাম আমরা। ১০ জনের বিপক্ষে আমরা আধিপত্য দেখিয়ে খেলেছি। প্রচুর সুযোগও তৈরি করেছি। সুতরাং আমার মনে হয় না একটা গোলই যথেষ্ট।’
লা লা পালমাসকে হারিয়ে রিয়াল মাদ্রিদের সঙ্গে ব্যবধান ৫ পয়েন্টে নামিয়ে এনেছে বার্সেলোনা। তৃতীয় স্থানে থাকা জিরোনাও কাতালানদের চেয়ে ৫ পয়েন্ট পেছনে। ৩০ ম্যাচে বার্সেলোনার সংগ্রহ ৬৭ পয়েন্ট আর এক ম্যাচ কম খেলে রিয়ালের অর্জন ৭২ পয়েন্ট। ২৯ ম্যাচে জিরোনার নামের পাশে ৬২ পয়েন্ট।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক।**
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**